CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 February, 2021 ■ আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১২ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা আবহে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সময় বাড়বে, গণনা হবে একই দিন

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে নির্বাচন কমিশন। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বুধবার বৈঠকে বসেন কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা। ভোটের সময়ে কালো টাকা ও বেআইনি মদের ব্যবসার উপরে বিশেষ নজর রাখা, করোনা সংক্রমণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়েও কথা হয়।

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যেই আগাম ব্যবস্থা নিয়েছে কমিশন। অসমে ৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাঁচ রাজ্যে ভোটের আগে ২৫০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে। তবে অবাধ ভোটের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আধা সামরিক বাহিনী দিতে পারছে না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তাই ফের বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশকেও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর তকমা দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হবে।

বাংলায় সর্বোচ্চ ৮ দফায় ভোট নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে এক দফায়, অসমে দুই থেকে তিন দফায় এবং কেরলে দু'দফায় ভোট নেওয়ার পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পাঁচ রাজ্যে অবশ্য একই দিনে ভোট গণনা হবে।

উল্লেখ্য, যে পাঁচ রাজ্যে ভোট হতে চলেছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩০ মে। পরের দিন অর্থাৎ ৩১ মে অসম বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তামিলনাড়ু ও কেরল বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে পর্যায়ক্রমে ২৪ মে ও ১ জুন। আর সদ্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়া পুদুচেরির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৮ জুন।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বুথের সংখ্যা যেমন বাড়ানো হচ্ছে তেমনই বেশ কিছু এলাকায় ভোটগ্রহণের সময়ও বাড়ানোর বিষয়টি চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। পাঁচ রাজ্যে ভোটের প্রস্তুতি শেষ বারের মতো খতিয়ে দেখতে কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকরা চলতি সপ্তাহেই বিভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছেন।

এদিন মধ্যাহ্নভোজনের পরে কেন্দ্রীয় রাজস্ব, শুল্ক ও আয়কর আধিকারিকদের পাশাপাশি পাঁচ রাজ্যের শুল্ক আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিয়ো বৈঠক করেন উপ নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন। ভোটের সময়ে কালো টাকা ও বেআইনি মদের ব্যবসার উপরে বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সংঘবদ্ধ হামলায় খোয়াইয়ে গুরুতর আহত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। খোয়াই এ সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় এক যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম প্রবীর দেব। খোয়াই মোটর স্ট্যান্ড এ ডেকে নিয়ে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পূর্ব বিরোধের জেরে এক যুবককে খোয়াই মোটর স্ট্যান্ড এ ডেকে এনে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। আহত যুবকের নাম প্রবীর দেব। তার বাড়ি উত্তর দুর্গানগর এলাকায়।

সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে।তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই লেগেছে। জানা যায় প্রবুদ্ধির নামে ওই যুবকের সঙ্গে মরা নদীর পাড় এলাকার সুমন ঘোষ এর ঝগড়া হয়েছিল। বিষয়টি মীমাংসার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। মীমাংসা করার নামে তাকে ডেকে নিয়ে পিটিয়ে জখম করা হয়। বুধবার সাংবাদিকরা তার বাড়িতে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সরকার ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত অন্নদাতাদের ফের জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতীয় কৃষকরা এখন আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছেন।

বুধবার পিএম-কিসান নিধি যোজনার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে একাধিক টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ' অন্নদাতাদের জীবনকে মসৃন করে তোলার জন্য এবং তাঁদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে যে সঙ্কল্প দেশ নিয়েছে, এক্ষেত্রে পিএম কিসান নিধির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের কৃষকরা এখন আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছেন।'

অপর টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'পিএম-কিসান নিধির দু''বছর সম্পূর্ণ হল আজ। অন্নদাতাদের কল্যাণে নিবেদিত এই প্রকল্পের সৌজন্যে কোটি কোটি কৃষক ভাই-বোনেদের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে, এর ফলে অন্নদাতাদের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা আরও অনুপ্রাণিত হয়েছি।

' টুইটারে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'বিগত ৭ বছরে, কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরের জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সরকার। উন্নত সেচ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রযুক্তি, মাটির প্রতি বিশেষ নজর থেকে মিডলম্যানদের নির্মূল করা, সর্বাত্মক ছিল প্রচেষ্টা।' টুইটারে প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, 'কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে আমাদের সরকার। আপনারা নমো অ্যাপে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিষয়বস্তু খুঁজে পেতে পারেন, কৃষকদের জন্য করা কাজের ঝলক।'

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্প স্থাপনের উপর মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্প স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিল্পের প্রসার ও বিকাশে সরকারের যে দিশা ও লক্ষ্য রয়েছে তার সফল বাস্তবায়নে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে আরও গতিশীল হতে হবে। পাশাপাশি বর্তমানে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগীদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে মহিলার গয়না ছিনতাই বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার উত্তর ভারত চন্দ্র নগরের চালতাতলী এলাকায় এক মহিলাকে অস্ত্রের মুখে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে সোনার গয়না ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।কাল মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উত্তর ভারত চন্দ নগরের চালতাতলী গ্রামে এক মহিলার ঘরে ঢুকে মহিলার গলায় ছুরি উঁচিয়ে নগদ টাকা সোনার গয়না হাতিয়ে নিয়ে গেছে। মহিলার নাম অর্চনা ধর। জানা যায় মহিলা একা ঘরে ছিলেন। ৪ জন দুর্বৃত্ত কালো মুখোশ পড়ে তার ঘরে ঢুকে ছুরি উঁচিয়ে তার কাছে টাকা পয়সা স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়। প্রাণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকার রাজ্যকে আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। চড়িলাম ব্লকের বরকুবাড়ি বায়োভিলেজে আজ এক অনুষ্ঠানে সুবিধাভোগীদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সুবিধাভোগীদের হাতে এই সমস্ত সহায়তা সামগ্রী তুলে দেন। বরকুবাড়ি বায়োভিলেজের বিভিন্ন সুবিধাভোগী পরিবারকে এলইডি বাল ও টিউব, জৈব সার, জৈব কীটনাশক, সোলার চালিত পাম্প সেট, মাছের পোনা, শূকর, মোরগ ও ছাগল ছানা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, সরকার রাজ্যকে আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে। প্রাক'তিক ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জনজাতি অধ্যুষিত ভিলেজগুলিতে বায়োভিলেজ গড়ে তোলা হচ্ছে। এই সমস্ত ভিলেজের প্রত্যেকটি পরিবারকে আত্মনির্ভর করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত সহায়ক সামগ্রী সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার র'ন সেনগুপ্ত, বিশালগড় মহকুমা মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক শ্যামল রায় সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ।

দুই গোষ্ঠীর ছাত্রদের সংঘর্ষে উত্তেজনা বিলোনিয়া কলেজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। দুই ছাত্রর হাতাহাতির জেরে রক্তাক্ত বিলোনিয়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়। ঘটনা বুধবার দুপুরে। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি খবর পেয়ে হাসপাতালে সংবাদ সংগ্রহে যাওয়ার পর ,বাঁধা দেওয়ার পাশাপাশি অশালীন আচরণ অম্লান রায় নামে এক ছাত্রের। ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সাংবাদিক মহলে। জানানো হয়েছে উর্দতন কর্তৃপক্ষকে।

ঘটনায় জানা যায়, মঙ্গলবার প্র্যাকটিক্যাল এর জন্য বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের একটি দল আগরতলা যায়। তারা রেলে করে ফিরে আসার সময় কোন একটা কথা নিয়ে একাধিক ছাত্রের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এই ঘটনার কারণ জানতে চেয়ে বুধবার দুপুরে কলেজ অভ্যন্তরে গাছ তলায় ছাত্রদের দুই পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। হৃদয় মজুমদার ও দেবাশীষ বণিকের মধ্যে একসময় উত্তেজনাবশত হাতাহাতিতে দেবাশীষ বণিকের মাথায় চোট লাগে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।আহত কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের দেবাশীষ বনিকের বাড়ি কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। বিজ্ঞান বিভাগের কেমেস্ট্রি বিষয় নিয়ে পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্র। অপরদিকে এবিভিপি কলেজ ইউনিট এর সম্পাদক হৃদয় মজুমদার তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র। মাথায় আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বিলোনিয়া হাসপাতালে আনার পর সেলাই দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় দেবাশীষ বনিককে।খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ হাসপাতালে ছুটে যায়। পরে অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে থানা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয় বিষয়টি মহাবিদ্যালয় এর আভ্যন্তরীণ বিষয়। আলোচনার মাধ্যমে তা মিটিয়ে ফেলা হবে। পুলিশ চলে আসে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোগীর টাকা চুরির অভিযোগে ধৃত যুবক ক্যান্সার হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ক্যান্সার হাসপাতালে কাজ করতে আসা এক মহিলা কর্মী থেকে টাকা চুরি এবং রোগী নিয়ে আসা গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় জড়িত এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আটক যুবকের নাম আলম মিয়া। ক্যান্সার হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে রোগী এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে টাকা চুরির ঘটনার অভিযোগ প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে। তাতে নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বুধবার ক্যান্সার হাসপাতাল এ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে এক চোরকে আটক করা হয়েছে। জানা যায় ক্যান্সার হাসপাতালে কাজ করতে আসা মহিলারা বেড রুমের ভিতর রেখে কাজ করছিলেন। এক মহিলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানি তেল ও এলপিজির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজপথে মিছিল সিপিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করল সিপিআই।রাজ্যে পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে নাভিশ্বাস ওটার উপক্রম।অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে এর প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর আসছে পড়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে পণ্য পরিবহন এবং যাত্রী পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। তাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে।বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। সি পি আই এর পক্ষ থেকে বুধবার আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়।এদিন কৃষ্ণনগর হরিশ ঠাকুর রোড থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে হরি ঠাকুর রোডে এসে শেষ হয়।

সংগঠনের সদর বিভাগীয় সম্পাদক অভিযোগ করেছেন এভাবে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে সাধারণ মানুষের সমস্যা আরো বাড়বে। পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে সাব্রুম কলেজে বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বুধবার কলেজের মূল ফটক বন্ধ করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে তারা আন্দোলনে শামিল হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরেই অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষক শিক্ষিকার স্বল্পতা চলেছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয় যেখানে আরো অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করার কথা সেখানে নিয়োগ না করে তিনজন শিক্ষককে- অন্যত্র বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে।এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই মহা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।বদলির আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবিতে ছাত্র ছাত্রীরা কলেজের মূল ফটক বন্ধ করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ায়। তারাও জোরালো দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে সিপিএম কর্মীর উপর হামলা, ছিনতাই করা হল বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। বুধবার সকালে খোয়াইয়ের সিঙ্গিছড়া এলাকায় সিপিআই-কর্মীর ওপর হামলা চালিয়েছে শাসকদলীয় দুর্বৃত্তরা। তার পার্টি ভাঙচুর ও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।রাজ্যে বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।বুধবার সকালে -খোয়াইয়ের শিঙি ছড়া এলাকায় সিপিএমের এক কর্মীর উপর হামলা চালিয়েছে শাসকদলীয় দুর্বৃত্তরা। আক্রান্তের নাম লিটন দত্ত।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার সকালে শিঙিছড়া এলাকার বাসিন্দা সিপিআইএম কর্মী লিটন দত্ত বাড়ি থেকে বাইকে করে পার্টি অফিসের উদ্দেশ্যে আসছিল।তখন ঐ কতিপয় দুষ্কৃতীর তাকে রাস্তায় আটক করে বেধড়ক মারধর করে এবং বাইক ছিনিয়ে নেয়। বাইকটি ভাঙচুর করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। এলাকার মহিলারা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় দমন বিরোধী মিছিল সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরে বুধবার দমন বিরোধী রেলি সংগঠিত করেছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা।রিলিটি সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির অফিসের সামনে থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য কৃষক আন্দোলন কারীদের উপর এবং তার সমর্থনকারীদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

দমন-পীড়ন নীতির আশ্রয় নিয়ে কৃষক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের আচরণের প্রতিবাদে গোটা দেশজুড়ে বুধবার দমন বিরোধী দিবস পালন করা হয়। এর অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরাতেও সংযুক্ত কিষান মোর্চা দমন বিরোধী দিবস পালন করে।

দমন বিরোধী দিবস পালন উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহরে এক রেলি সংগঠিত করা হয়। রেলের অগ্রভাগে ছিলেন কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর,প্রবীণ নেতা প্রাক্তন সাংসদ মতিলাল সরকার সহ অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় নয়, জনজাতি কল্যাণে আওয়াজ পৌঁছাতে হবে দিল্লিতে, খুমলুঙের সভায় আইপিএফটি ও তিপ্রার এক সুর

আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জনজাতি কল্যাণে আওয়াজ দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে, তবেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭০ বছর ধরে সমস্ত বঞ্চনার অবসান হবে। তাই আমাদের মধ্যে একতা আরও মজবুত করতে হবে। এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে পাহাড়ে শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে খুমলুঙে আয়োজিত শাসকজোট শরিক আইপিএফটি এবং তিপ্রা-র যৌথ সভায় সকলেই সমসুরে এই আওয়াজ তুলেছেন। সভায় অসমের বড়ো টেরিটোরিয়াল রিজিওনে-এর কার্যনির্বাহী সদস্য রঞ্জিত বসুমতারিও সহমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ বঞ্চনার কারণেই ত্রিপুরায় পৃথক রাজ্যের দাবি উঠেছে, যা খুবই প্রাসঙ্গিক।

এদিন সভা শুরু হওয়ার পূর্বে কয়েক হাজার সমর্থক রেলি করেছেন। রেলি দেখে আইপিএফটি এবং তিপ্রা-র নেতৃবৃন্দ ভীষণ খুশি। তাতে তাঁদের মনোবল অনেকটাই বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রদ্যুতকিশোর দেববর্মণের কথায়, জনজাতি নেতাদের একতা বাড়াতে হবে। তাতে তাঁরা এক সুরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দাবি পেশ করতে পারবেন। তিনি বলেন, সত্তর বছর ধরে জনজাতিদের তাঁদের বিভাজিত করার চেষ্টা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, প্রদেশ আওয়াজ দমিয়ে রাখা হচ্ছে। সাথে নেতৃত্বের কাছে দাবি আদায়ের জন্য অনুরোধ জানানোর কোনও যৌক্তিকতা নেই, কারণ তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা খুবই সীমিত।

তিনি বলেন, এখন আমরা দিল্লির কাছে আমাদের দাবি পেশ করব। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড-এর বিনিময়ে কোনও কিছুতেই আমরা আপস করব না। প্রদ্যুত আজ সাংসদ রেবতীমোহন ত্রিপুরাকে নিশানা করে বলেন, জনজাতিদের জন্য আজ যাঁরা মায়াকান্না করছেন তাঁরাই সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক মেবারকুমার জমাতিয়া বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার ভূমিপুত্রদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত লড়াই জারি থাকবে। তাঁর কথায়, আমাদের বরাবর দাবিয়ে রাখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৩৬ ◘ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ◘১২ ফাল্গুন ◘ বৃহস্পতিবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বহুরূপীদের বাড়বাড়ন্ত

ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের দিনক্ষণ যত অগ্রসর হইতেছে ততই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বহুরূপীর খেলা শুরু হইয়াছে।নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য একাংশের নেতা বহু রূপ ধারণ করিয়া নির্বাচনী বৈতরণী পার হইবার চেষ্টা চালাইতেছে। এই ধরনের প্রয়াস উপজাতিদের স্বার্থ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে তাহা নিয়া নানা মহলে প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে।পুরাতন ভারতের দেব-দেবীগণ বহুরূপ ধারণ করিতে পারিতেন। তাঁহারা 'বহুরূপা' বিদ্যার অধিকারী ছিলেন বলিয়া সুকৌশলে কার্য সিদ্ধ করিতেন। অমৃতভাণ্ড উঠিয়াছে। দেবাসুরের মন্থনলব্ধ এই অমৃতভাণ্ড অসুরদের হস্তে পতিত হউক, তাহা দেবতাগণ চাহেন না। অতঃপর বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া পরমভাণ্ডটি অসুরদের নিকট হইতে হরণ করিলেন। বাংলা রামায়ণে রাবণের রাজসভায় অঙ্গদ উপস্থিত হইল। দূত অঙ্গদকে, রাবণ তাঁহার সভায় বসিতে অবধি বলেন নাই। বালিপুত্র লেজ বাগাইয়া, সিংহাসন বানাইয়া লাঙ্গুলারূঢ় হইলেন। তৎক্ষণাৎ রাবণে-অঙ্গদে তুমুল তর্ক-বিতর্ক লাগিয়া গেল। তরজাকালে অঙ্গদকে বোকা বানাইবার জন্য রাবণের পাত্র-মিত্র সবাই সহসা রাবণরূপ ধারণ করিলেন। কেবল ইন্দ্রজিৎ স্ববেশে পুত্র হইয়া পিতার মায়া-দেহরূপ কেমন করিয়াই বা ধারণ করিবেন। পিতাকে অসম্মান করা হইবে যে! অঙ্গদও কম যান না, কিষ্কিন্ধ্যা-কালচারের মহতী বুলি বঙ্গজ বানরোত্তমের কণ্ঠলগ্ন। সুযোগ পাইবা মাত্র রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে দিব্য দুই-কথা শুনাইয়া দিলেন।

বহুরূপ ধারণ করিবার মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক সামর্থ্য ক্রমে নিতান্ত সাধারণের জীবিকা হইয়া দাঁড়াইল। বেচারা বহুরূপী নিজের উপর অপরের রূপ আরোপ করিয়া ভয় দেখাইয়া, মনোরঞ্জন করিয়া দুই-পয়সা উপার্জন করিতে তৎপর। তাহাতেই পেট ভরে। দরিদ্র বহুরূপী তাঁহার নট-পেটিকা লইয়া পথে পথে ঘুরিতেছেন। বৃক্ষতলে বসিয়া সাজিতেছেন। তাহার পর গ্রামের দুয়ারে দুয়ারে উপস্থিত। যদি সজ্জাকৌশল দেখিয়া কেহ ভিক্ষা দেন, তবে তাঁহার পেট চলে। কখনও কালী-দুর্গা-শিব, কখনও বা বন্য পশু। অবশ্য মধ্যে মধ্যে 'মিস-ফায়ার' হইয়া যাইত। সেক্ষণে ভিক্ষা তো জুটিতই না, বরং লেজ কাটা পড়িত। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের শ্রীনাথ বহুরূপীর কপাল সত্যই বড় মন্দ। বাঘবেশ ধারণ করিয়া সে যাও বা 'ভয়' দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিল তথাপি তাহার শেষ রক্ষা হইল না, অর্থোপার্জনও নহে! বাঘ নহে শ্রীনাথ, এই সত্য প্রকাশিত হইতেই ভীতি-কম্পিত গৃহকর্তা স্ববশে আসিলেন। নকল ব্যাঘ্রকে আসল ভাবিয়া তিনি ভয়ে কম্পমান হইয়া বন্দুক লইয়া আসিতে বলিতেছিলেন। বন্দুক আসিলে কী হইত বলা কঠিন! বন্দুক আসিল না বটে, তথাপি যেই ক্ষণে শ্রীনাথের স্বরূপ উন্মোচিত হইল, সেই ক্ষণে নিজের ভয়-পাইবার ঘটনা ঢাকিতে গৃহস্বামী বহুরূপীর লাঙ্গুল কর্তনের আদেশ দিলেন। বেচারা শ্রীনাথ নিতান্ত শ্রীহারা ছিনাথে রূপান্তরিত হইল।

একালের বহুরূপীরা এক অর্থে সকলেই 'বেচারা' ছিনাথ। কেহ প্রত্যক্ষ জীবিকায় বহুরূপী, কেহ পরোক্ষ জীবিকায় বহুরূপী। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে গোসাঁইয়ের ছিল দুই রূপ। গোসাঁই সাজিয়া ধর্মের বুলি যেমন তিনি বিলাইয়া থাকেন, তেমন সর্দার হইয়া প্রশাসন চালাইয়া থাকেন। কোনটি আসল কোনটি ছদ্মবেশ বলা মুশকিল। দুই মিলিয়াই তাঁহার পেট চলে। পেট বড় বালাই। প্রয়োজনের ধর্মই হইল তাহা নিত্য বর্ধমান। আজ যাহা এইমাত্র, সুযোগ পাইলেই তাহা বহুমাত্র হইয়া উঠে। কাজেই উদর নামক বৃহৎ গহ্বর ভরাইতে ঘন ঘন বহুরূপীর ন্যায় সজ্জা বদল করিতে হয়। যখন যে সজ্জার রমরমা এ-কালের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী-গণ সেই সজ্জা ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাতে দোষের কিছু আছে কী? তাঁহারা বলিবেন শরীরটিকে রসে রাখিতে হইবে, বাঁচিতে হইবে, তাই যখন যেমন তখন তেমন বশ্যতা স্বীকার করা চাই। বশ্যতা অনুযায়ী বেশ-বদল করিতে হইবে, সেই অনুযায়ী পতাকা ধারণ করিতে হইবে। রাজনৈতিক দলগুলি যেন লাভজনক কোম্পানি। যখন যাহার কাটতি বেশি, তখন তাহার পোঁ ধরা চাই। পোঁ ধরিবার জন্য নানা বেশভূষা হাতের কাছে মজুত। সুযোগমতো নিজেকে সাজাইয়া-গুছাইয়া পথে নামিতে হইবে। কেবল দল সময়মতো বদল করিলেই হইবে না, সেই সময়ের দলের স্বার্থ সাধন করিতে মুহূর্তের জন্য অন্য দলের গর্ভগৃহে সেই দলের ছদ্মবেশে ঢুকিয়া পড়া চাই। বহুরূপী বেশে খবর আনিয়া দিতে হইবে, অন্তর্ঘাত ঘটাইতে হইবে। সব মিলাইয়া নানা রাজ্যে নির্বাচন যত নিকটে আসিবে, তত বহুরূপীগণের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। রাজনীতির ছিনাথগণ এক্ষণে এই ভাবেই ক্রমান্বয়ে বেশ বদলাইয়া লাঙ্গুল বজায় রাখিবেন। বহুরূপীধর্ম উদর ও লাঙ্গুল বজায় রাখিবার ধর্ম। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে এসব বহুরূপীরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস কতখানি সফল করিতে পারিবেন তাহা নিয়া নানা মহলে জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে।

জামালপুরে তৃণমূল নেতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

জামালপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বুধবার জামালপুরে তৃণমূল নেতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এলাকার একটি মসজিদের পাশের গাছে দেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। সূত্রের খবর, মৃতের নাম গৌতম ঘোষ। তিনি তৃণমূলের বুথ সভাপতি ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, মঙ্গলবার বিজেপির লোকেরা তাঁকে হুমকি দিয়েছিল। বিষ্ণুবাটি চকদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন গৌতম ঘোষ। কিন্তু সারারাত নিখোঁজ থাকার পর বুধবার সকালে পাশের গ্রাম বসন্তবাটির একটি মসজিদের পাশের থেকে পুলিস তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারাই দেখতে পায় দেহ। রাতে বাড়ির বাইরের বাথরুমে গিয়েছিলেন তৃণমূলের বুথ সভাপতি। কিন্তু এরপর থেকে আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। অনেকক্ষণ পর না ফেরায় এলাকায় খোঁজাখুজি শুরু হয়। কিন্তু রাতে কোথাও তাঁর খোঁজ মেলেনি। এরপর এদিন সকালে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরত্বে। পুলিশ গিয়ে সেই দেহ উদ্ধার করে।

ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ প্রধান শিক্ষকরা

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আগামী বিধানসভা ভোটের কাজ থেকে ফের অব্যাহতি চাইলেন সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা। বুধবার তাঁদের সংগঠন কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল। হাই কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুর এজলাসে মামলাটি দায়ের হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী ১ মার্চ এ নিয়ে প্রথম শুনানি হবে। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ স্থির হয়নি এখনও। কিন্তু ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। বুধবার প্রথম দফার প্রশিক্ষণেই ভোটকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। তাঁদের টিফিনের জন্য বরাদ্দ টাকা না পাওয়ায় সিউড়িতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মীদের একাংশ। ক্ষোভ সামলাতে প্রশাসন আশ্বাস দেয়, বরাদ্দ টাকা কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এসবের আগেই অবশ্য সরকারি কর্মীদের একটা বড় অংশ বিশেষত শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা অনেকেই এ বছর ভোটের কাজে যেতে তেমন আগ্রহী নন।নানাভাবে তাঁরা নিজেদের অনিচ্ছার কথা জানিয়েছেন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু তাতে বিশেষ সুরাহা হয়নি।

ঞবুধবার তাই সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও মাদ্রাসাগুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগঠন। তাঁদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। একদিকে, স্কুলের যাবতীয় দায়িত্ব সামলাতে হয়। অন্যদিকে, যে সব স্কুলে পোলিং স্টেশন হবে, সেখানেও নানা দায়িত্ব থাকে তাঁদের উপর। তাই এ বছর ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি চান রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা।

পারিবারিক ও মানসিক চাপে চরম পরিণতির শিকার আজকের কিশোর-কিশোরীরা

বরুণ দাস

নিবন্ধের শিরোনামে উদ্বৃত বিষয়টি হয়ত-বা নতুন নয়। সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে এমন হাড়-হিম করা ঘটনা প্রায়শই আমাদের চোখে পড়ে। আমরা আগ্রহ-উত্তেজনার পড়ি, নিজেদের মধ্যে হয়বা কিছুটা আলোচনা করি এবং বলাবহুল ভুলেও যাই। বিশেষ গুরুত্ব দিই না। হয়তবা গুরুত্ব দেওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজনই বোধ করি না। আমাদের প্রাত্যকি যাপনের অন্যের ঘটনা বিশেষ ছাপ ফেলে না। আমরা কেমন যেন 'সহনশীল' হয়ে গিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি তাই?

আসলে যতক্ষণ না নিজের পরিবার পরিজনের মধ্যে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঢুকে পড়ে লণ্ডভণ্ড ঘটায়, ততক্ষণে আমরা 'পি-পু-ফি-শু'র মতোই পাশ ফিরে শোওয়াই শ্রেয় মনে করি। এটা যে আমাদের অণু পরিবারের মধ্যে যে কোনো সময়ই আঘাত হানতে পারে, তা ভাবি না একবারও। ঘটনাগুলি বার বার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটে না। আসলে এক প্রচণ্ড গড্ডালিকার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। সামনে পিছনে ফিরে তাকানোর ফুরসত পাই না।

অথচ আসন্ন বিপদের লক্ষণগুলি যদি ধৈর্য্য ধরে একটু বোঝার চেষ্টা করি তো বড়রকমে বিপদ থেকে হয়তবা রক্ষা করতে পারি আমাদের প্রিয়তম সন্তানসন্ততিদের। কিন্তু গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলে আমাদের সম্ভাব্য বিপদও বোঝা যায় না। বিপদ কিন্তু তার আগাম সংকেত দিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করে। আমাদেরমন মানসিকতা এতটাই ভঙ্গুর যে, তা বুঝতে পারি না। বিপদ যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে তখনই আমরা নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হই। তার আগে নয়।

মাত্র চারদিনের মাথায কলকাতা মহানগর ও বর্ধমান জেলা মিলিয়ে মোট তিনটি অকালমৃত্যু ঘটেছে, যা আমাদের ভাবিয়ে তোলার মতোই মারাত্মক ঘটনা। চলতি বছরের (২০১৯ এর) নভেম্বরের ১৮-২১। এই সময়ের মধ্যেই প্রায় পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনা তিনটি আমাদের মতো পাঁচ- পাবলিকের মাথায় কিম্বা মনে কোনোরকম আলোড়ন না তুললেও সমাজবিজ্ঞানীদের কিন্তু রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। তাঁরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা তো বটেই, কারণ খোঁজারও চেষ্টা করছেন।

ঘটনা এক। ১৬ নভেম্বর শনিবার ভোরে কলকাতা মহানগরের ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং কোর্সের ছাত্রী সমাপ্তি রুইদাস আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনা দুই। ১৬ নভেম্বর সোমবার দুপরে বর্ধমানের একটি নার্সিং স্কুলের ছাত্রী রিয়া দে আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনা তিনি। ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় যাদপুর এলাকার এক সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের আত্মহত্যা। ঘটনাক্রম বিচার বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা স্পটতই জানাচ্ছেন, এই তিন পড়ুয়ার মৃত্যুই আদতে এক সুতোর বাঁধা। 'এক সুতোর বাঁধা'বলতে কি?

'এক সুতোষ বাঁধা বলতে সবারই আত্মহত্যার মতো 'চরম সিদ্ধান্ত' নেওয়ার পিছনে রয়েছে পড়াশোনার চাপ। ওই পড়ুয়াদের ওপর পড়াশোনার যে চাপ ছিল তা সম্ভবত তারা কেই তা বহন (সহ) করতে পারেননি। তেমন সহ্য-ক্ষমতা তাদের হয়তবা ছিলও না। ফলে নিজেদের ওই চাপ থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি দিতে বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার পথ। আপাত দৃষ্টিতে এই চাপকে হয়তবা অনেকেই তেমন গুরুত্ব দেবেন না, কিন্তু সব চাপ যে সবাই নিতে পারেন না, তা কিন্তু প্রমাণিত সত্য। এই কঠিন সত্যকে অস্বীকার করার মানেই ব্যস্তবতাকে অস্বীকার করা। আমরা যারা নিজেদের সাধারণ মানের বোধবুদ্ধি দিয়ে সবকিছু গড়পরতা বিচার-বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত, তারা অনেক সময়েই অনেক ভুল করে থাকি। যদিও আমরা সে ভুল স্বীকার করতে নিতান্তই নারাজ। ফলে সংঘটিত ঘটনা থেকে আমরা প্রাসঙ্গিক শিক্ষা নিতে পারি না এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে কত বাবা-মা সকন্তানহারা হয়ে পড়েন। মারাত্মক মানসিক বিপর্যয়ের সিখারও হয়ে পড়েন তাঁরা।

বিশদে না গিয়েও বলা যায়, একদিকে পারিবারিক ও সামাজিক চাপের মুখে দাঁতে দাঁত চেপে এগনোর আপ্রাণ চেষ্টা অন্যদিকে সেই চাপের কাছে নতিস্বীকার করেও নিজের অপরাগতা মেনে নিতে না পারা। এই দুই বিপরীতমুখী চাপ বেশিদিন সহ্য করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে ঘটে অঘটন। নিজেকে চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দেওয়া। চাপের জাঁতাকলে পিষেই তাদের মনের গোপন গনে জন্মায় চূড়ান্ত অবসাদ। আর অবসাদ থেকে আসে বিষাদ এবং বিষাদ থেকে সোজা 'মুক্তি'র পথ খোঁজ।

জীবনের একেবারে খাদের সামনে পৌঁছে দেয় অসহ্য চাপ থেকে তৈরি অবসাদ এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া বিষাদ। শেষ পরিণতি গলায় দড়ি, রেললাইনে ঝাঁপ কিম্বা ঘুমের ওষুধ সেবন। অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। অপ্রিয় সত্য হল, মৃত্যুকে বেছে নেওয়ার পথ দেখায় কিন্তু তার প্রিয়জনেরাই। তারা যদি একটু বিবেকবান, একটু সহনশীন কিম্বা বাস্তব পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়ার মন মানসিকতা দেখান তো, অনেক অমূল্য জীবন অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

কিন্তু আমরা নিজেদেরকে বদলানোর চেষ্টাই করি না।

সাংবাদসূত্রে প্রকাশ, আত্মঘাতী সমাপতি রুইদাসের সুইসাইড নোটে স্পষ্ট, জেএনএম নার্সিং পাঠক্রমে ইংরেজিতে পড়ার ধকল সইছিল না তাঁর। আক্ষেপ ছিল বাংলায় অনার্স নিয়ে কেন পড়লেন না তিনি। রিয়া দে-র সুইসাইড নোটও বলছে, নার্সিং পড়ার চাপ সহোর সীমা পেরিয়েছিল বূগোল অনার্স ছেড়ে এএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি হওয়া তরুণীর। আর নাকতলার ঘটনাটি আরো মর্মান্তিক। পুলিশ জেনেছে, বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় দাঁড়ানোর ফুটবলের উদীয়মান প্রতিভা ওই কিশোর পড়াশোনায় তেমন ভাল ছিল না।

কিন্তু সেজন্য তার ওপর বাড়ি থেকে চাপ তৈরি করা হত। আমাদের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা, খেলাধূলো কিম্বা অন্যকিছুতে যত ভালো হোক না কেন, স্কুলের পড়াশোনাটা আগে। পড়াশোনার ভালো না হলে জীবনটাই বৃথা। অতএব চাপ নিতে পারো কিম্বা না পারো পড়াশোনাটা তোমাকে চালিয়ে যেতেই হবে। এই যে অবিবেচক অভিভাবকদের খেয়াল খুশিমতো নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মূল্যবান জীবনটাকে জোর করে ঠেলে দেওয়া, এতে ছাত্রছাত্রীদের আদৌ কোনো মঙ্গল সাধিত হয় কি?

কলকাতা মহানগরের মনোবিদদের ধারণা, অভিন্ন মনোবেদনাই এই তিন মৃত্যুর নেপথ্য-কারণ। ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াটি বা সংক্ষেপে আইওপি-র মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তথা ইন্ডিয়ান সাইক্রিয়াটি সোসাইটির আত্মহত্যা প্রতিরোধ শাখার আহ্বায়ক সুজিত সরখেল বলেন, আপতাদৃষ্টিতে বাড়ির লোকজন কিম্বা বন্ধুবান্ধবদের হয়ত মনে হয়নি যে, এই তিনজনের কেউ মাসিক সমস্যায় ভুগছিল। কিন্তু খুব সম্ভবত বাস্তব সেরকম নয়। আদতে ওরা প্রত্যেকেই কমবেশি অবসাদের শিকার ছিল। যা কখনো চিহ্নিত হয়নি। এখানে অবশ্যই শেয় নয়। কথাপ্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান সাইক্রিয়াটি সোসাইটির আত্মহত্যা প্রতিরোধ শাখার আহ্বায়ক সুজিত সরখেলের আরো সংযোজন, 'প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই নির্দিষ্ট ঘটনা অবসাদের চরম সীমা ও আত্মহত্যার জন্য 'ট্রিগার' হিসেবে কাজ করছে। কারো ক্ষেত্রে সেটি ইংরেজি ভাষায় পড়ার সমস্যা তো কারো ক্ষেত্রে তা নতুন কোর্সের চাপ। আবার কারো ক্ষেত্রে সেটা নিজের ক্রীড়া প্রতিভা দমিয়ে পড়াশোনার অনিচ্ছাকৃত মনোনিবেশ করানোর চাপজনিত যন্ত্রণা। এই অসহ্য চাপ ও যন্ত্রণাই আত্মহত্যার মূল কারণ। সমাজবিজ্ঞানারা সবাই বলছেন, পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধূলাও কিম্বা অন্য কোনো শৈল্পিকগুণের বিরোধ অবশ্য নতুন নয়। প্রেসিডেন্সির সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রশান্ত রায় বলেন, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য পড়াশোনাই হল সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। তাই সব বাবা-মায়েরাই চান, সন্তান আর যাই হোক, পড়াশোনাটা যেন মন দিয়ে করে। অন্য কিছু তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। তাঁর অভিজ্ঞতা, অনেক সময়ে সব জেনেবুঝেও সন্তানের অন্যধারার প্রতিভাকে অভিভাবকেরা অস্বীকার করেন। অভিভাবকদের প্রতি সতর্কতা জারি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। বিপদের লক্ষণগুলি দেখলেই কালবিলম্ব না করে যাতে সতর্ক হতে পারেন তাঁরা। কি সেই লক্ষণগুলি? একবার চোখ বুঝিয়ে নেওয়া যাক। এক আচমকা নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। দুই, ঘুম ও খিদে অস্বাভাবিক বেড়ে বা কমে যাওয়া। তিন, নেশা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়া। চার শান্ত ব্যক্তির বেপরোয়া ও খিটখিটে হয়ে পড়া বা উল্টোটা। পাঁচ সব ব্যাপারে উদাসীন ও অনাগ্রীহ হয়ে পড়া। ছয় চোখে, চোখ না রেখে কথা বলা। সাত, সাধারণ প্রশ্নেও নিরুত্তর থাকা। আট, যে কোনো ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখানো। যেমন দরজা বন্ধ বা জিনিসপত্র ভাঙচুর কিম্বা নিজের শারীরিক ক্ষতি, এমনকি খাওয়াদাওয়া বন্ধ। নয় বইপত্র বা ইন্টারেনেট মৃত্যু সম্পর্কিত ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে পড়া।

মোটামুটি এইসব লক্ষম দেখা দিলে আর দেরি না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া। ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা বা কাউন্সেলিং শুরু করলে রোগী তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে নিশ্চিত। আর দেরি করে জটিলতা বাড়বে বৈকি কমবে না। তাতে সময়ও লাগবে অনেক বেশ একথা বলাই বাহুল্য।

এখানে উল্লেখ্য, দেহের যে কোনো রমক অসুখ হলে আমরা দ্রুত চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাই। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নানবিধ পরীক্ষানিরক্ষা করিয়ে ওষুধপত্র খাই। কিন্তু মনের অসুখ হলে চিকিৎসা এড়িয়ে চলার প্রবণতা আমাদের দেশে বেশি। দেহের মতো মনেরও সে অসুখ হতে পারে এভং তার চিকিৎসাও যে প্রয়োজন, ঢিলেমি দিলে তা আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে, তা কোনোভাবেই মানতে নারাজ। এই সাবেকি মন মানসিকতার বদল প্রয়োজন। তা না হলে সুস্থ নাগরিক ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে কীভাবে?

একই সঙ্গে যে কোনো কোর্সেই পড়াশোনা অর্থাৎ পাঠ্যসূচির ভার বিজ্ঞানসম্মতভাবেই কিছুটা হালকা করার প্রয়োজন আছে। পাশাপাশি এখনকার অভিভাবকদেরও বোঝা দরকার, তাদের সন্তানসন্ততিরা কতটা ভার বহনে সক্ষম। শিখার্থীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। বহনের অযোগ্য কোর্সের বোঝা আর অভিভাবকদের ভুলে তাজা প্রাণগুলি অকালে যাবে এটা কোনাভাবেই কাম্য নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন, একটাই আমাদের আর করে শিক্ষা হবে?

রক্ষাকবচ হারানোর আশঙ্কা

সুতীর্থ চক্রবর্তী

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণেণ দুর্ভোগ এখন শুরু হয়েছে। সাধারণ গ্রাহক উপলব্ধি করছেন সংযুক্তিকরণের ফলে তাঁদের সমস্যা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৩টা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক মিলে গিয়ে পাঁচটায় এসে দাঁড়িয়েছে। যেসব ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের পর নাম বদলে ফেলেছে, তাদের গ্রাহকের পাসবুক আপডেট আপাতত বন্ধ। মিলছে না নবগঠিত ব্যাঙ্কের চেকও। যদি ধরেও নেওয়া হয় গ্রাহকদের দুর্ভোগ সাময়িক, সংযুক্তিকরণের ধাক্কা টের পাবেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিরা। বাজারে যখন ঋণের জোগান কমবে, তখন আসল সংকট তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে স্পষ্ট হবে ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের প্রভাব। কিন্তু তার চেয়ে আরও বড় বিপদ হয়ে আসতে পারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তটি। এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারণ ঘোষণা করেছিলেন দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারকিরণ হবে। সদ্য চারটি মাঝারি মাপের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নাম শোনা গেল, যাদের মধ্যে থেকে দু'টির বেসরকারিকরণ হওয়ার কথা। ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা ইতিমধ্যে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে দিয়েছে। তাতে কি ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ ঠেকানো সম্ভব? মনে হয় না। নির্মলা সীতারমণের বাজেটের পর যেভাবে কর্পোরেট লবি ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণে সিদ্ধান্তকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছে, তাতে সরকারের পিছু হটার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। নির্মলার বাজেটকে অর্থনীতিবিদদের একাংশ অতিমারীর মধ্যে 'সাহসী বাজেট' আখ্যা দিয়েছেন। সাহসী এই অর্থে যে, এই প্রথম বাজেটে দেশের কোনও অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাহক বেসরকারিকরণের কথা ঘোষণা করতে পারলেন।

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের পর

বেসরকারিকরণের পদক্ষেপ এমন সময় ঘোষণা করা হচ্ছে যার অল্পদিন আগেই আমরা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ৫০ বছর পালন করেছি। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রভাব ভারতের সমাজ জীবনের কতটা প্রসারিত ছিল, তার পরিমাপ মনে হয় অসম্ভব। জাতীয়করণের আগে পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ফেল করা ছিল এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। একেকটা ব্যাঙ্ক ফেল মানে, কোটি কোটি মানুষের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় খোয়া যাওয়া। ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৪ টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ ঘোষণা করেছিলেন। এই জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত একধাক্কায় দেশের অর্থনীতির মুখচ্ছবিটাই যে বদলে দিয়েছিল, তা অস্বীকারের কোনও সুযোগ নেই। জাতীয়করণের পরেই দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থ কী জিনিস। জাতীয়করণের পরই গ্রামে গ্রামে পৌঁছেছিল ব্যাঙ্কর শাখা। জাতীয়করণের পরেই কৃষক থেকে শুরু করে ছোট ব্যাবসায়ীরা ব্যাঙ্কের ঋণ পেতে শুরু করেছিল। যার প্রভাব অর্থনীতিতে অপরিসীম। গ্রাম ও দেশের প্রান্তিক মানুষকে মাথা তুলে দাঁড় করিয়েছিল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সুফল অর্থনৈতিকভাবে দেশ আজও পেয়ে চলেছে। এর সামাজিক প্রভাব আজও সকলে উপলব্ধি করে। ১৯৯৯ সালে কর্নাটকের বেলারিতে সোনিয়া গান্ধী নির্বাচন 'কভার' করতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রভাব শুধু দক্ষিণ ভারতের ওই গ্রামীণ এলাকায় কতটা গভীরে প্রোথিত। ভোটের প্রচার শেষ হওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে সোনিয়া কন্যা প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে বেলারিতে পৌঁছন। ওই নির্বাচনের সোনিয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হাই প্রোফাইল বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ একমাস ধরে বেলারিতে পড়েছিলেন। সোনিয়া যখন ভোটের প্রচার শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে বেলারি কেন্দ্রে এলেন, তখন প্রচারের কয়েকশো মাইল এগিয়ে সুষমা। কিন্তু শুধুমাত্র একটি প্রচারেই সুষমা মাত হয়ে গেলেন। কংগ্রেস শুধু গ্রামবাসীদের কাছে গিয়ে বলল, আপনাদের কাছে এসেছেন ইন্দিরা আম্মার পুত্রবধূ এবং নাতনি। ইনিজরা আম্মা বলতে তখনও বেলারির গ্রামবাসীদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে। ইন্দিরা আম্মার নামে একন এই ম্যাজিক?

গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম ইন্দিরা আম্মাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছিলেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়ায় এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা বদলে যায়। ইন্দিরা আম্মার জন্যই মানুষকে আর চিটফান্ডে টাকা রেখে সর্বস্বান্ত হতে হয় না। তিরিশ বছর পরেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নিয়ে মানুষের এই অন্ধ আবেগ খুব বিস্মিত করেছিল। এরপরে ২০০৮ সালে বিশ্বজুড়ে মহামন্দা-র সময় আমরা ফের ব্যাঙ্ক জাতীয়কণের মাহাত্ম উপলব্ধি করেছিলাম। আমেরিকায় যখন একের পর এক বড় বড় ব্যাঙ্ক অপরিশোধিত ঋণের জেরে উঠে যাচ্ছে, তখন ভারতে মন্দার কোনও ছাপই পড়ছে না রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দৌলতে। যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি করেছিল, তাকেই আজ বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে আর্থিখ সংস্কারের নামে। দেশে যদি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক না থাকে, তাহলে প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে গিয়ে শাখা খুলবে কে? দেশের বড় অংশের মানুষ কি ফের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বাইরে চলে যাবে? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক না থাকলে ছোট ব্যবসায়ীও কৃষকরা ঋণের জন্য কার কাছে যাবে? আবার কি তাহলে মহাজনের শোষণ ফিরে আসবে? এই প্রশ্নগুলির জবাব ছাড়াই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের কথা ভাবা হচ্ছে। আর এই প্রশ্নগুলির জবাব ছাড়াই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের কথা ভাবা হচ্ছে। আর এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তকেই একটি বড় সংস্কারি সিদ্ধান্ত হিসাবে দেখানোর চেষ্টা চলছে। যেসব অর্থনীতিবিদ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কারের পদক্ষেপ হিসাবে বেসরকারিকরণের দাওয়াই দিয়েছেন, তাঁরা গণ ব্যাঙ্কি নিয়ে কী ভেবেছেন তা জানা নেই।

দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংকটের নেপথ্যে রয়েছেন যে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার মালিক, তা প্রমাণিত সত্য। এটা কারও অজানা নয় যে বিদেশে ফেরার ঋণখেলাপি বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসি, নীরব মোদি দেশের কর্পোরেট জগতেরই প্রতিনিধি ছিলেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অনাদীয়া ঋণের ৫০ শতাংশ বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার হাতেই রয়েছে। যে নন পারফর্মিং অ্যাসেট তথা এনপিএ-র জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পরিচালন ব্যবস্থাকে দায়ী করা হচ্ছে, তার মূলে যে দেশের কর্পোরেট ব্যবস্থার হাত, সেকথা, কেন উল্লেখ করা হচ্ছে না? যে কর্পোরেটাইজেশনের কথা বলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ হচ্ছে সেই কর্পোরেট ব্যবস্থাই কিন্তু আজ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে দুর্বল করেছে। এ এক অদ্ভুত দুষ্টচক্র। এই চক্রকে ভাঙার চেষ্টা না করে শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ আগামী দিনে ভারতে অর্থনীতির পক্ষে ভয়াবহ হতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক মানে আজও দেশের সাধারণ মানুষের একমাত্র সামাজিক সুরক্ষা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে মনে হয়, দেশের কোটি কোটি মানুষ সামাজিক নিরাপত্তার একমাত্র রক্ষাকবচ হারাতে চলেছে। দক্ষিণ ভারতের যেসব গ্রামে ২০ বছর আগে ইন্দিরা আম্মার নাম করলে লোকে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের কথা বলতে সেসব গ্রামে আজ দেশের প্রথম পূর্ণ সময়ের মহিলা অর্থমন্ত্রীর মুখে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের কথা কী প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে, তা জানতে বড় ইচ্ছা হয়। ঘটনাচক্রে এই অর্থমন্ত্রী ও একজন দক্ষিণ ভারতীয়। ব্যাঙ্ক ফেলের যন্ত্রণা নিশ্চয়ই তিনি একটু বেশি বুঝবেন। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার বিজেপির যুব মোর্চার কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

ভারতে ২১.৩০ কোটির উর্ধ্বে করোনা টেস্ট, সক্রিয় রোগী ১.৩৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নতুন করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ যখন বাড়ছে ভারতে, এমতাবস্থায় দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনা-পরীক্ষাও। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৮.০৫-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২১.৩০-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৮, ০৫,৮৪৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২১,৩০,৩৬,২৭৫-এ পৌঁছে গেল।

সুস্থতা সমানে বাড়ছে ভারতে, শেষ ২৪ ঘন্টায় খানিকটা কমল চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা। মঙ্গলবার সারা দিনে আক্রান্তের তুলনায় সুস্থতার সংখ্যা বেশি, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,০৩৭ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৬,৫৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১০৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ০৭,২৬,৭০২ জন (৯৭.২৫ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা খানিকটা কমেছে, এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৪৬,৯০৭ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৩৯৯ জন (১.৩৩ শতাংশ)।

নিমতিতা বিস্ফোরণে ধৃত বাংলাদেশি জঙ্গি-যোগ তদন্তে সিআইডি

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নিমতিতা বিস্ফোরণ মামলায় বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের যোগের সম্ভাবনা উঠে এসেছিল। তারইমধ্যে নিমতিতা বিস্ফোরণের ঘটনায় এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হল। ধৃতের নাম শেখ নাসিম। গত কয়েক মাস ধরে নিমতিতা স্টেশনেই হকারি করত নাসিম। ফলে স্টেশনে অবাধ প্রবেশের অনুমতি ছিল তার। স্টেশনে কেমন নিরাপত্তা আছে, সে বিষয়ে তার কাছে স্পষ্ট ধারণাও থাকার কথা আছে। আপাতত নাসিমকে জেরা করছে সিআইডি। কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তার যোগ আছে কি-না জানার চেষ্টা চলছে। নিমতিতা স্টেশনের হকার ছিল নাসিম। মঙ্গলবার গভীর রাতে নাসিম নামে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। হকার থাকার সুবাদে নিমতিতা স্টেশনের আটঘাট জানা ছিল তার। তিনি একা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন কি না, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। জেরায় পুলিশকে নাসিম কী বয়ান দেয়, সে দিকেই এখন নজর সকলের।

উল্লেখ্য, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে কলকাতা আসার জন্য নিমতিতা স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়েছিলেন রাজ্যের শ্রম দফতরের প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। সেই সময় ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে রাখা কালো একটি ব্যাগ সরাতে গিয়েই তীব্র বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা স্টেশন চত্বর। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ছিটকে যান জাকির এবং তাঁর ১৪ জন অনুগামী। জাকিরের হাতের একটি আঙুল এবং বাঁ পা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে নাসিবুল শেখ নামে এক যুবক হাত ও পা হারিয়েছেন। বাকিরাও গুরুতর জখম হয়েছেন। আপাতত কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন জাকির।

মোদীর ব্রিগেড সমাবেশে দৃষ্টান্ত তৈরির জন্য আরজি শমিক ঘোষের

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ৭ মার্চ কলকাতায় আসছেন নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন ব্রিগেডে তাঁর সমাবেশে ১০ লক্ষ জমায়েতের লক্ষ্য নিয়েছে বিজেপি। "পরিবর্তনের পরিবর্তন হবে" এই বার্তা দেওয়াই লক্ষ্য। ব্রিগেডের সভার জন্য বাড়ি বাড়ি যাবেন নেতা-কর্মীরা।

বাড়ি বাড়ি আমন্ত্রণপত্র নিয়ে হাজির হবেন বিজেপি নেতারা। মোদীর ব্রিগেডে যাওয়ার আমন্ত্রণ। শুধু বাড়ি বাড়ি আমন্ত্রণই নয়, ফোনেও আসতে পারে আমন্ত্রণ বার্তা, বাংলার পরিবর্তনের লড়াইয়ে শামিল হতে ব্রিগেডে চলুন। ৭ মার্চ বিজেপির ব্রিগেড সমাবেশ। গোটা রাজ্যের নজর যাতে ওইদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে থাকে, সেই পরিকল্পনা নিয়ে আজ থেকেই প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বঙ্গ বিজেপি। মঙ্গলবার দলের হেস্টিংস অফিসে ব্রিগেডের সভার প্রস্তুতি নিয়ে কোর কমিটির দীর্ঘ বৈঠক হয়। ছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শিব প্রকাশ, অমিত মালব্য, অরবিন্দ মেনন, মুকুল রায়, স্বপন দাশগুপ্ত, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় - সহ দলের শীর্ষনেতারা।

দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, "ব্রিগেডের সভায় সমাজের সব শ্রেণির মানুষ উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যের সব বুথ থেকে অন্তত ১০ জন করে লোক আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। আগামী ২ মার্চ থেকে রাজ্যজুড়ে ব্রিগেডের জনসভার প্রচার শুরু করবে গেরুয়া শিবির।"দলীয় সূত্রে খবর, ২০২১-এর যুদ্ধ জিততে ব্রিগেডের সভায় ১০ লক্ষ জমায়েতের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। আর সেজন্য রাজ্যের ৭৮ হাজার বুথের প্রতি বাড়িতে যাবেন বিজেপি নেতারা। মোদীর ছবি দেওয়া আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে যাবে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে। এবার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের দলের কর্মী-সমর্থকরা আসবেন ব্রিগেডে। ৭ মার্চ কলকাতায় মোদীর সভাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার ভাবনা বিজেপি-র। গোটা শহর জায়ান্ট স্ক্রিনে মুড়ে ফেলা হবে। গ্রামে গ্রামে জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো হবে মোদীর সভা। আবার ব্রিগেডের প্রস্তুতির প্রচারে গ্রামে গ্রামে বাইক মিছিল করবে যুব মোর্চা। গুরুদায়িত্ব মূলত রয়েছে দলের কলকাতা জোনের উপর। রাজ্যজুড়ে দলের যে পাঁচটি রথযাত্রা চলছে তার সমাপ্তিও হবে ব্রিগেডের ময়দানে। দু' কোটি মানুষের কাছে রথ পৌঁছনোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।হিন্দুস্থান

মমতার সভা শুরুর আগেই ভিড় ময়দানে, তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন মনোজ

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সোমবার ডানলপের মাঠে সভা করে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সেই মাঠে পালটা সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা শুরুর প্রায় এক ঘন্টা আগে সাহাগঞ্জে ডানলপের মাঠ ভরে যায়।

অভিষেকে স্ত্রী ও শ্যালিকাকে সিবিআইয়ের জেরায় জটিল হয়ে উঠেছে ভোট-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক চালচিত্র। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সভা থেকে কী বলেন, সেদিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

ভোটের মুখে বাংলায় রাজনৈতিক দলে তারকাদের যোগদান ও দলবদলের হিড়িক লেগেই রয়েছে। যোগদানে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার লড়াই। এবার যোগদানের তালিকায় নতুন নাম হিসাবে উঠে এসেছে ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারির নাম। লক্ষ্মীরতন শুক্লার পর ফের আরও এক বাংলার ক্রিকেটার যোগ দিচ্ছেন শাসকদলে। আজ ইনস্টাগ্রাম পেজে নিজেই একথা জানালেন মনোজ। সূত্রের খবর, আজ, বুধবার হুগলির সাহাগঞ্জে মুখ্যমন্ত্রী মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল যোগদান করবেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত নারায়ণগড়, গুলি-বোমায় মৃত্যু একজনের

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিধানসভা নির্বাচনের শুধুমাত্র দিনক্ষণ ঘোষণা হতে বাকি, এমতাবস্থায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত মকরামপুর। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে চলল গুলি, বোমাবাজিরও অভিযোগ উঠেছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে একজন তৃণমূল কর্মীর। আহত হয়েছেন আরও দু'জন তৃণমূল কর্মী।

মঙ্গলবার রাতে নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত মকরামপুরের কাছে অভিরামপুরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। চলে গুলি ও বোমাবাজি। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন তৃণমূল কর্মী অভীক দোলাই। আহত হন আরও দু"জন। তিনজনকে উদ্ধার করে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে অভীক দোলাইয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। সেখানে অভীক দোলাইকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মকরামপুরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল নেতা লক্ষ্মীকান্ত সিটের বিরুদ্ধে। বহিষ্কৃত এই তৃণমূল নেতাকে ফের দলে দায়িত্ব দেওয়া নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত বলে অভিযোগ। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন লক্ষ্মীকান্ত সিট।

কাঁপানো শীত উধাও শ্রীনগরে, শুক্রবার বৃষ্টি-তুষারপাতের সম্ভাবনা কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হাড় কাঁপানো শীত উধাও হয়ে গেল শ্রীনগর থেকে। কাশ্মীর উপত্যকার কোথাও কোথাও তাপমাত্রার পারদ হিমাঙ্কের নীচে থাকলেও, কনকনে শীতের আমেজ উধাও হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় আগামী শুক্রবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) কাশ্মীর উপত্যকায় বৃষ্টি এবং তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করল স্থানীয় আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকার কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি ও তুষারপাত হলে ফের নামতে পারে তাপমাত্রা।

বুধবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে শুন্য ডিগ্রি। কনকনে ঠাণ্ডায় এখনও কাঁপছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। বুধবার লেহ শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৭.২ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ৭.৪ ডিগ্রি এবং দ্রাসে মাইনাস ৮.৯ ডিগ্রি। জম্মু শহরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৪ ডিগ্রি এবং কাটরাতে ১২.৫ ডিগ্রি।

প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সংস্কার জাগরণ যাত্রার আয়োজন

গুয়াহাটি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বর্তমান সময়ে প্রকৃতির বিনাশ, যুবপ্রজন্মের মধ্যে ড্রাগস, মদ, ভাঙের ব্যাপক প্রচলন ও গো-মাতার উপর আক্রমণ, পরিবারের কুসংস্কার, প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিলুপ্তি, কৃষিভূমিতে মারাত্মক বিষাক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, ভূমি বেদখল ইত্যাদি সমস্যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সকল সমস্যা নিবারণের জন্য সমাজে ব্যাপক গণজাগরণ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সংস্কারের প্রয়োজন। শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমাধব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'আসাম মণিকাঞ্চন' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী অভ্যাগতরা এই সব বিষয়ে বিস্তৃত ভাষণ দিয়েছেন।

প্রজ্ঞা ফউন্ডেশন একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা। এই সংস্থা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ধার্মিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ভাব জাগরণের চেষ্টা করে। এই সংগঠন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর জনজাগরণের কাজ করে। এর নেতৃত্ব প্রদান করেবন আধ্যাত্মিক গুরু, শিক্ষাবিদ ও শিল্পীরা। কারণ সমাজের মধ্যে সচেতনতা ছাড়া কেবল আইন প্রণয়নের দ্বারা এই সব সমস্যার সমাধান করা কখনও সম্ভব নয়।

সম্প্রতি শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমাধব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'আসাম মণিকাঞ্চন' শীর্ষক আলোচনা সভা। ওই সভায় আওনাআটি সত্রের সত্রাধিকার সম্মানীয় ড. পীতম্বর দেবগোস্বামী, উত্তর কমলাবাড়ির সত্রাধিকার জনার্দন দেবগোস্বামী, শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘের প্রধান সম্পাদক বাবুল বরা, প্রাক্তন পদাধিকার ভাবেন্দ্রনাথ ডেকা, প্রকৃতি সুরক্ষা কর্মী সৌম্যদীপ দত্ত ছাড়াও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশিষ্ট শিল্পী প্রাঞ্জল শইকিয়া, পূর্ণিমা পাঠক শইকিয়া, গায়ত্রী মহন্ত, মলয় গোস্বামী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। ওই সভায় বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সংস্কারমুখী আদর্শ পরিবারের প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুরক্ষা, সমাজ গঠনে গ্রাম এবং ভূমি সুরক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা, সামাজিক ব্যাধি মাদক দ্রব্য বর্জন ও প্রকৃতি সুরক্ষার প্রভাবশালী চিন্তন, ভারতীয় দর্শন, জৈবিক কৃষি, গো পালনের প্রয়োজনীয়তা, সমাজে বসবাসকারী নাগরিকদের কী করণীয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অসমের সমস্ত জেলায় প্রায় ১০০টি জনজাগরণ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে জনগণকে এই সব বিষয়ের প্রতি অধিক সচেতন করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এর সাথে একটি প্রান্তীয় সমিতি গঠন করে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত এই যাত্রা আর সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই যাত্রার নামকরণ করা হয়েছে 'সংস্কার জাগরণ যাত্রা'। প্রস্তাবিত যাত্রার নেতৃত্ব প্রদান করবেন অসমের আধ্যাত্মিক গুরু, শিল্পী এবং শিক্ষাগুরুরা।

সাত দিনের এই যাত্রার মাধ্যমে সমগ্র অসমের একশোটি স্থানকে কেন্দ্র হিসেবে নিয়ে প্রত্যেকদিন একটি উপকেন্দ্রে দুই থেকে তিনটি জনসভার আয়োজন করা হবে। এই সংস্কার জাগরণ যাত্রার দ্বারা সাত দিনের মধ্যে একশোটি যাত্রায় ১, ৫০০ থেকে ২,০০০ জনসভার আয়োজন করা হবে। প্রত্যেক সভাতে ন্যূনতম ৫০০ জন নাগরিকের উপস্থিতিতে প্রায় দুই লক্ষ নাগরিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে এই যাত্রার বাণী। আগামী ৬ মার্চ যাত্রার অন্তিম দিন গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সংস্কার জাগরণ সমাবেশের আয়োজন করা হবে। এই সমাবেশে ১,০০০ সাধুসন্ত, গুরু, ৫,০০০ জন শিল্পী, ৩,০০০ শিক্ষাবিদ এবং ৫০,০০০ মায়েরা অংশগ্রহণ করবেন।

বিজেপির সবক'টা চোর, এই মাটিতে বিজেপিকে কবর দিন

সাহাগঞ্জ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "বিজেপির সবক'টা চোর। এই মাটিতে বিজেপিকে কবর দিন।" বুধবার সাহাগঞ্জের সভায় এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এ দিন সভায় বলেন, "কই কৃষকদের তো ঋণ শোধ হয় না? চোরের মায়ের বড় গলা। বাংলাকে বাঁচতে দিন, এই মাটিতে বিজেপিকে কবর দিন।" এই সঙ্গে আরজি জানান, "ফোনে হ্যালো বলবেন না, জয় বাংলা বলবেন।"

এদিন তিনি সভায় এলাকা ধরে ধরে শুনিয়ে দিলেন হুগলি জেলার উন্নয়নের জন্য মা-মাটি-মানুষের সরকার কোন পদক্ষেপ নিয়েছে। শুনিয়ে দিলেন জেলায় গত এক দশকে কত শিল্প এসেছে। সব থেকে বড় কথা ডানলপ কারখানার মালিকের নাম তুলে সরাসরি দিলেন খোঁচা, "শ্রমিকদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল পবন রুইয়া। এই রুইয়ার বাড়িতেই অতিথি হয়ে রয়েছেন তাঁরা। এঁদের মুখে বড় বড় কথা শুনব আমি?"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখানে ২৪টা ক্লাস্টার হয়েছে। নতুন গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। তারকেশ্বর উন্নয়ন পর্ষদ হয়েছে। এ ছাড়া গ্লোবাল বিজনেস সামিট থেকে বিপুল বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছি। সিঙ্গুরে আমরা ১১ একর জমির উপর অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করছি। ডানকুনি থেকে শুরু করে রেললাইন ধরে শিল্প হতে হতে যাবে।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে অনেক শিল্প হচ্ছে। এখানেও (হুগলি) নতুন শিল্প হচ্ছে। যেখানে ৬০০ লোক কাজ পাবেন। ওঁরা আমাকে উদ্বোধন করতে বলেছিল কিন্তু আমার সময় হল না। আর এটা দলীয় অনুষ্ঠান সেখান থেকে উদ্বোধন করব না। এখানে হ্যান্ডলুম, প্লাস্টিক ক্লাস্টার হয়েছে। বহু মানুষ কাজ করছে। সিঙ্গুরে অ্যাগ্রো শিল্প তৈরি হচ্ছে। সেখানে চাষও হচ্ছে। আবার শিল্প হলে কাজও পাবে। ডানকুনির টোল প্লাজার কাছে কারখানা আমি তৈরি করেছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী পাঁচ বছরে দেড় কোটি ছেলেমেয়েকে কাজ দেব আমরা। বাংলায় ৪০ শতাংশ দারিদ্র কমিয়েছি আমরা।

সপুত্র আজই আদলতে রাকেশ, সরব দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : টানটান উত্তেজনা আর নাটকীয় ঘনঘটার মধ্যে দিয়ে গতকাল পুলিশের হাতে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার হন বিজেপি নেতা রাকেশ সিং। সেই সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছে তাঁর দুই পুত্র শুভম সিং ও সাহেব সিংকে। একই সঙ্গে গতকাল রাতেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে রাকেশের এক সঙ্গী জিতেন্দ্র সিংকেও। এদের ৪জনকেই এদিন আদালতে তোলা হবে।

ধৃতের দাবি, তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। তিনি বলেন, "দিল্লি যাওয়ার পথে কোনও কারণ ছাড়াই গ্রেফতার করা হয়েছে আমাকে। পুলিশ প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ করছে পুলিশ।"

বিজেপি নেতার গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন দিলীপ ঘোষ ও শমীক ভট্টাচার্য। দিলীপবাবু বলেন, "যারা প্রতিহিংসার কথা বলেছিলেন, রাকেশ শিং এবং তাঁরা ছেলেদের গ্রেপ্তার করার কারণ তাঁদের কাছে জানতে ইচ্ছে করছে। এটা কী প্রতিহিংসার রাজনীতি নয়! আমি বলছি, তদন্ত হোক। সত্যি সামনে আসুক।"

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, "যেভাবে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল, দেখে মনে হল, কোনও আর্নজাতিকমানের মাদকপাচারকারীকে ধরতে যাচ্ছে। সবাই বুঝতে পারছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল প্রতিহিংসার রাজনীতি চালাচ্ছে।"

এদিন রাকেশের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারায় অভিযোগ দায়ের করে তা দেখার জন্য অনেক মহলই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। তবে রাকেশ আগাম জামিনের আবেদন করলেও যে খুব বেশি সুবিধা করতে পারবে না সেটা গতকালের হাইকোর্টের রায়েই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে দেখার বিষয় তাঁর দুই ছেলের কী হয়।

লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, রাকেশের দুই পুত্র সাবালক। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশকে সরকারি কাজে বাধাদান, আক্রমণ, গালিগালাজ ও হেয় প্রতিপন্ন করার মামলা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে যোগ করা হবে নারকটিক্স ধারায় মামলা, কারন তারা বাড়িতে তল্লাশি চালাবার সময় বাধাদান করেছে। এই সব ধারায় মামলা আদালত মেনে নিলে রাকেশের দুই ছেলেরই ১০ থেকে ১২ বছরের জেল হয়ে যেতে পারে। এত কম বয়সে তাই এই সব ধারায় মামলা দেওয়া হবে কিনা সেটাও ভাবতে হচ্ছে পুলিশ আধিকারিকদের। একই সঙ্গে তাঁরা নজর রাখছেন রাকেশকন্যার দিকেও।

মূলধারায় যারা ফিরে আসবে তাদের অবশ্যই দেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে হবে অস্ত্র সংবরণ অনুষ্ঠানে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হিংসার পথ ছেড়ে মূলধারায় যারা ফিরে আসবে তাদের অবশ্যই দেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে হবে। বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। আজ মঙ্গলবার অস্ত্র সংবরণ করে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসেছে ১,০৪০ জন সশস্ত্র জঙ্গি। কারবি উপজাতি জনগোষ্ঠীভিত্তিক পাঁচটি জঙ্গি সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডার ছিল তাঁরা। আজ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) তুলিরাম রংহাং, রাজ্যের মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া, পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত প্রমুখের কাছে তারা অস্ত্র সংবরণ করেছে।

স্থানীয় শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আয়োজিত আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে পিপলস ডেমোক্র্যাটিক কাউন্সিল অব কারবিলংরি (পিডিসিকে), কারবিলংরি এনসি হিলসলিবারেশন ফ্রন্ট (কেএলএনএলএফ), কুকি লিবারেশেন ফ্রন্ট (কেএলএফ) এবং ইউনাইটেড পিপলসলিবারেশন আর্মি (ইউপিএলএ) এবং কারবি পিপলস লিবারেশন টাইগার্স (কেপিএলটি)-এর সশস্ত্র সক্রিয় সদস্যকে নিকে স্বঘোষিত পিডিসিকে-প্রধান ইংতি কাথার সংবিজিৎ অস্ত্রসংবরণ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। তারা বিভিন্ন সিরিজের ৩৩৮টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ ১১,২০৩টি কার্তুজ জমা করেছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল কারবি জঙ্গি সংগঠনের এই সব ক্যাডারদের সমাজের মূলধারায় ফিরে আসায় স্বাগত জানিয়েছেন। দেশের সংবিধানের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে অস্ত্র সংবরণ করার সিদ্ধান্তে তাদের অভিনন্দনও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, কারবি আংলং রাজ্যের অন্যতম সুন্দর জেলা। আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের আত্মনির্ভর অসমকে আত্মনির্ভর কারবি পার্বত্য অঞ্চলে পরিণত করতে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কারবি যুবকদের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কারবি আংলঙের পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের একটি অন্যতম উন্নত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রতিটি কোণে সমউন্নয়নের প্রয়াস জারি রেখেছেন। সেজন্য অসমও দ্রুত সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি আরও যোগ করে বলেন, সরকারের ভূমিকা কেবলমাত্র জঙ্গিদের ফিরিয়ে আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যারা অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে সম্মানজনক জীবনধারনের সুযোগ নিশ্চিত করতে তাঁর সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কারবি পাহাড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সিইএম তুলিরাম রংহাঙের নেতৃত্বাধীন কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদেরও প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই অঞ্চলে শান্তি আনার ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য অসম পুলিশ, ভারতীয় সেনা, আধাসামরিক ও গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বিত ইউনিফাইড কমান্ডো কাঠামোর প্রশংসা করেছেন তিনি। সনোয়াল করবি সাহিত্য সভার প্রতিনিধি এবং কারবি সাংস্কৃতিক সমিতির সদস্যদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি রংবং তেরনকেও ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের অতিরিক্ত ডিজিপি (বিশেষ শাখা) হীরেন নাথ স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন। বক্তব্য পেশ করেছেন কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রাংহাং, মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া, ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষীকেশ গোস্বামী, ডিফুর সাংসদ হরেনসিং বে, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পবন কুমার বরঠাকুর, গৃহ ও রাজনৈতিক বিভাগের প্রধানসচিব নীরজ ভার্মা, অতিরিক্ত ডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জিওসি ২১ (পার্বত্য বিভাগ) মেজর জেনারেল এসপি সিং, এসআইবি-র যুগ্ম অধিকর্তা রশ্মি সিনহা সহ অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা। এছাড়াও অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি পদ্মশ্রী রংবং তেরন, বেশ কয়েকজন গ্রামপ্রধান সহ কারবি আংলং জেলার অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নাগরিকগণও উপস্থিত ছিলেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ত্বকের তারণ্যে ভেষজ উপাদান

বয়সের ছাপ থামানো যায় না। তবে ধীর করা সম্ভব। রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন করা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদান ব্যবহারে ভালো কাজে দেয়।

রদপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে এমন কয়েকটি ভেষজ উপাদান সম্পর্কে জানানো হল।

তুলসী: তুলসী পাতা বয়সের ছাপ কমাতে সহায়ক। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করে ও কোলাজেন নষ্ট করে ফেলে। গরম পানিতে তুলসি পাতা ডুবিয়ে রেখে নরম হয়ে আসলে মিহি পেস্ট করে নিন। সঙ্গে বেসন ও মধু মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে গেলে পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

দারুচিনি: বয়স-রোধী উপাদান সমৃদ্ধ যা কোলাজেনের ক্ষয় পূরণ করে ও ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে।

দারুচিনির গুঁড়ার সঙ্গে মধু মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখে মাখুন। শুকানোর জন্য ১০ মিনিট অপেক্ষার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

আদা: আদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহনাশক উপাদান সমৃদ্ধ যা বয়সের ছাপ কমায়।

আদা কুচি করে এতে বাদামি চিনি ও জলপাইয়ের তেল মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করুন। প্যাকটি মুখে ব্যবহার করে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

অশ্বগন্ধা: ব্যাক্টেরিয়া ও ফাঙ্গাস রোধী উপাদান সমৃদ্ধ। এটা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এর ক্ষারীয় উপাদান ত্বকের কোষকে চাপ ও ক্ষয় থেকে সুরক্ষিত রাখে।

অশ্বগন্ধার গুঁড়া, আদার গুঁড়া ও লেবুর রস মিশিয়ে প্যাকটি মুখে মেখে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

জিনসেং: চাইনিজ এই ভেষজ পৃথিবীজুড়ে পরিচিত এর 'অ্যান্টি-এইজিং' উপাদানের জন্য। এক কাপ গরম পানিতে এক চামচ জিনসেংয়ের গুঁড়া মিশিয়ে নিন। এরপর তুলার সাহায্যে মিশ্রণটি মুখে মেখে সারারাত রেখে দিন। সকালে উঠে মুখ ধুয়ে নিন।

পরিষ্কার ত্বকের জন্য ডিমের সাদা অংশ

ডিম আদর্শ খাবার হিসেবে শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি ত্বকের যত্নেও ব্যবহার করা যায়।আর পরিষ্কার ত্বকের জন্য ডিমের সাদা অংশ বেশ কার্যকর।

রদপচর্চা বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের 'ব্লসম কোছার গ্রুপ অব কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ডা. ব্লসম কোছার ত্বকের যত্নে ডিমের সাদা অংশের নানাবিধ উপকারিতা সম্পর্কে জানান।

ডিমের সাদা অংশে আছে খনিজ ও ভিটামিন যা ত্বকে চমৎকার কাজ করে।

ডিম প্রাকৃতিকভাবে পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ যা স্বাস্থ্যরক্ষায় উপকারী। ডিমের সাদা অংশ শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি সৌন্দর্যচর্চায়ও অবদান রাখে।

ডিমের সাদা অংশ খুব ভালো অ্যান্টি-এইজিং হিসেবে কাজ করে।

এক চা-চামচ ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে দুতিন ফোটা 'পচৌলি' এসেনশল অয়েল মিশিয়ে সারা মুখে ব্যবহার করুন। এটা ত্বক টান টান করতে ও ত্বকের বলিরেখা দূর করতে সহায়তা করে।

ত্বকের লোমকূপ পরিষ্কার করতে ডিমের সাদা অংশ উপকারী।

এক চামচ ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে এক চা-চামচ চিনি ও এক চা-চামচ ভুট্টার গুড়া মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। এই প্যাক ত্বকের ব্ল্যাকহেডস দূর করে। চিনি খুব ভালো এক্সফলিয়েটর হিসেবে কাজ করে লোমকূপের ময়লা দূর করে, ভুট্টার গুঁড়া ত্বকের ময়লা শুষে নেয় এবং ডিমের সাদা অংশ ত্বক টানটান করতে ও লোমকূপ সংকুচিত করতে সাহায্য করে। এতে ত্বকে পুনরায় ময়লা প্রবেশ করতে পারে না ফলে ত্বক থাকে পরিষ্কার।

তৈলাক্ত ত্বকে ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে আধা চা-চামচ লেবুর রস ও এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে ব্যবহার করুন। প্যাকটি ত্বকের অতিরিক্ত তৈলাক্তভাব কমায় ও ত্বক উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে।

প্রতিদিন ভ্রু'র যত্ন নেওয়ার পন্থা

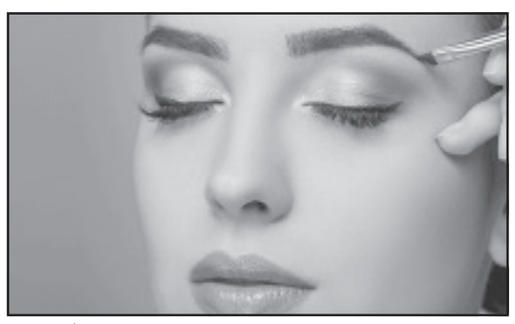

রদপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সুন্দর ঘন ভ্রু পাওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

- প্রতিদিন ভ্রু আঁচড়ে নিন। এতে ভ্রুয়ের বৃদ্ধি ভালো হয় ও দেখতে গোছানো লাগে।

- অতিরিক্ত ভ্রু প্লাক করবেন না। ভ্রুয়ের নিজস্ব ঘনত্ব বজায় রেখে কেবল আশপাশের বাড়তি লোমগুলো তুলে ফেলুন। এতে ভ্রু মোটা ও সুন্দর থাকবে।

- ভ্রু'য়ের রেখার বাইরের অংশ 'আইব্রো ট্রিমার'য়ের সাহায্যে ট্রিম করে নিতে পারেন। এতে আকার ঠিক রেখে স্যালনের মতো ভ্রু প্লাক করা যাবে।

- ভ্রুতে ক্যাস্টর অয়েল বা রেড়ির তেল মালিশ করে আঁচড়ে নিন। প্রতিদিন রাতে ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করলে ভ্রুয়ের ঘনত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে। ভ্রু প্লাক বা ট্রিম করার পরে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করুন। এটা প্রদাহ কমাতে সহায়াত করে ও উজ্জ্বলতা বজায় রাখে।

- ভ্রু তে ধুলাবালি ও ময়লা জমে ব্রণ ও অন্যান্য ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই নিয়মিত এক্সফলিয়েট করতে ভুলবেন না।

- এক চা চামচ জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে এক চা-চামচ চিনি মিশিয়ে ভ্রু স্ক্রাব করে নিন। ভালো ফলাফল পেতে স্নানের সময় সপ্তাহে দুদিন এই পদ্ধতি অনুসরণ করা ভালো।

- নিয়মিত মেইকআপের ভ্রুয়ের জেল ব্যবহার না করে 'আইব্রো সিরাম' ব্যবহার করুন। এটা ভ্রুয়ের ঘনত্ব বাড়াতে সহায়তা করে।

অতিরিক্ত ওজন কেন করোনা ঝুঁকি বাড়ায়

কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকলে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজনের কারণে হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং টাইপ টুই ডায়াবেটিসসহ বেশকিছু রোগের ঝুকি বেড়ে যায় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক ঘোষণা থেকে জানা যায়, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকলে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। কিন্তু এরকম হওয়ার কারণ কী ঃ-

স্থূলতা কি আসলেই করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি বাড়ায় ঃ বেশ কিছু গবেষণাতেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন গবেষকরা। যুক্তরাজ্যের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রায় ১৭ হাজার কোভিড-১৯ রোগীকে নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত কম ওজনের ব্যক্তিদের তুলনায় অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা রয়েছে যাদের, বডি ম্যাস ইনডেক্স ৩০ এর ওপর, তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৩ শতাংশ বেড়ে যায়। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ইলেকট্রনিক রেকর্ডের তথ্য অনুযায়ী অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকা ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ ওএ মারা যাওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আর ওই রোগীর যদি ডায়াবেটিস বা হৃদরোগের মতো সমস্যা থাকে তাহলে ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। যুক্তরাজ্যের আই সি ইউ'তে থাকা জটিলভাবে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা যায় আই সি ইউতে থাকা রোগীদের ৭৩ শতাংশ অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা ভুগছিলেন। যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ মানুষের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা রয়েছে। কোনো ব্যক্তি ওঝন এবং উচ্চতার অনুপাতে পরিমাপ করা হয় তার বডি ম্যাস ইনডেক্স বা বি এম আই। স্থূলতা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ফাউন্ডেশন আগেই সতর্ক করেছিলেন যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার ব্যক্তিদের একটা বড় অংশের বি এম আই ২৫ এর বেশি হবে। এছাড়াও বয়স বেশি হলে, অন্য জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে এবং পুরুষদের জন্য কোভিড-১৯ এ জটিলভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বলে উঠে এসেছে গবেষণায়।

কেন অতিরিক্ত ওজন ঝুঁকি তৈরি করছে ঃ আপনার ওজন অতিরিক্ত হওয়া মানে আপনি দেহে অতিরিক্ত চবি বহন করছেন। অর্থাৎ আপনি শতভাগ ফিট নন। আর আপনার ফিটনেস যত কম হবে, আপনার ফুসফুসের কর্মক্ষমতা তত কমবে। এর ফলে আপনার রক্তে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেন পৌঁছাতে সমস্যা হবে। এর ফলে শরীরের রক্ত চলাচল এবং আপনার হৃদপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিদের শরীরে অক্সিজেনর চাহিদা বেশি থাকে। তার মানে, তাদের শরীর যথেষ্ট চাপের মধ্যে দিয়ে কাজ করে। করোনা ভাইরাসের মতো একটি ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময় এই বিষয়টি গুরুতর হতে পারে। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ডিয়ান সেলাইয়াহ বলেন, শরীরে প্রধান অঙ্গগুলোয় যথেষ্ট অক্সিজেন না যাওয়ায় স্থূল দেহ এক পর্যায়ে চাপ নিতে পারে না। এ কারণে আই সি ইউতে থাকা স্বাভাবিক ওজনের মানুষের তুলনায় অতিরিক্ত ওজনের মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়তা ও কিডনির কার্যক্রম চালানোর জন্য সহায়তা বেশি প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার যে সমক্ষমতা শরীরে থাকে, যেটিকে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হিসেবে জানি, সেই ক্ষমতা স্বাভাবিক ওজনের মানুষের তুলনায় স্থূলকায় ব্যক্তিদের শরীরে অনেক কম থাকে। আমাদের শরীরের চর্বিতে থাকা ম্যাক্রোফেইজ নামক কোষ যখন অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে যায়, তখন এই সমস্যা তৈরি হয়।

ত্বকের যত্নে উপকারী রাসায়নিক উপাদান

ত্বকের পরির্যায় নানান উপাদান ব্যবহার হয়। তবে কিছু ত্বক বান্ধব রাসায়নিক উপাদান আছে যা এক প্রকার অ্যাসিড। তবে সেগুলো ক্ষতিকর নয়। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানো, বয়সের ছাপ হ্রাস, ব্রণের সমস্যা কমানো-সহ বিভিন্ন ত্বকের সমস্যা দূর করতে এই ধরনের অ্যাসিড উপকারী।

রদপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে এই বছর জনপ্রিয়তা পাওয়া এমন সব প্রসাধনীর উপকারিতাগুলো এখানে দেওয়া হল।

রেটিনল: এবছর সবচেয়ে বেশি প্রচলন দেখা দেয়। এটা ভিটামিন এ থেকে উৎপাদিত, যা ত্বক পরিষ্কার রাখতে, দাগ কমাতে ও বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে। রেটিনল, বয়সের ছাপ ও প্রদাহ কমাতে খুব ভালো কাজ করে।

হায়লুরনিক অ্যাসিড: ত্বকের আর্দতা ধরে রাখতে এর তুলনা নেই। ত্বক মসৃণ ও দীর্ঘক্ষণ সতেজ রাখতে এটা ভালো কাজ করে। ২০২০ সালে ত্বক বিশেষজ্ঞরা এই অ্যাসিড ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাই যে কেউ ত্বকের যত্ন নিতে হায়লুরনিক অ্যাসিড নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।

ল্যাকটিক অ্যাসিড: মৃদু রাসায়নিক পিল ও এক্সফলিয়েটর হিসেবে ল্যাকটিক অ্যাসিড সামনের সারিতে। 'হাইপার পিগমেন্টেশন' ব্রণের দাগ ছোপ ও মলিন ত্বক ও রংয়ের ভারসাম্যহীনতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ফেইশল ও ত্বক পরিষ্কার রাখতে যেহেতু এখন বাইরে যাওয়া হয় না তাই রাসায়নিক এক্সফলিয়েটর হিসেবে এই অ্যাসিড ব্যবহার করা যায়।

গ্লাইকোলিক অ্যাসিড: এটা একটা জাদুকরী উপাদান। এটা ব্রণ ও ব্ল্যাক-হেডসের সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে। গ্লাইকোল অ্যাসিড সহজেই ত্বককে সুন্দর রাখতে ভূমিকা রাখে। ত্বকের লোমকূপ সংকুচিত করে তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

নায়াসিনামাইড: ত্বকের যত্নে সবচেয়ে বেশি উপকারী ও বহুল ব্যবহৃত উপাদান হল নায়াসিনামাইড। এটা ভিটামিন বি-৩ হিসেবেও পরিচিত, যা ত্বকের মলিনতা দূর করে, বয়সের ছাপ কমায় ও ত্বক সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।

স্বাস্থ্য সমস্যার বড় কারণ স্থূলতার

স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ স্থূলতা নির্মূলকরণের সর্বোত্তম উপায় হল এর কারণগুলো নির্মূল করা। আর এই অতিরিক্ত পুষ্টির বেশিরভাগই আসে সুবিধাজনক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কোমল পানীয় আর বিশাল ফাস্টফুড ভাণ্ডার থেকে। অধিক পুষ্টি গ্রহণের সাথে সাথে এমন একটি জীবন ধারার শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যেখানে বসে থাকার ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। শিশুরা হাঁটা বা সাইকেলে চড়ার তুলনায় যান্ত্রিক যানবাহনের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। স্বল্প বাজেটের জন্য অনেক স্কুলে শারীরিক শিক্ষা এবং পরবর্তীতে খেলাধূলা বাদ দিয়ে দেয়।

অতিরিক্ত খোলামেলা স্থান ও নিরাপত্তার অভাবে আউটডোর গেমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর বেশিরভাগ শিশুর প্রিয় কাজ হল টেলিভিশন কম্পিউটার বা ভিডিও গেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এজন্য তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে বা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, স্থূলতা এই সভ্যতার এমন একটি রোগ যা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নগর পরিকল্পনাকে চিকিৎসাগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দূর করতে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাপনের চালচিত্র পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে কম খাও বেশি পরিশ্রম কর বলে পরামর্শ দেয়াই যথেষ্ট নয়। এটাকে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে সবাইকে এগিয়ে আসত হবে। স্থূলতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, আমাদের পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনি গ্রহণ কমাতে হবে আর আঁশ গ্রহণ অনেকগুণে বাড়াতে হবে। যে কোনও মূল্যে শিশুদের ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে। আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আঁশ শরীরের রক্তপ্রবাহ, চিনির শোষণ ক্ষমতা কমায় আর অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণে বাধা দেয়। পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, যেসব শিশু কম খাদ্য গ্রহণ করে তারা পরবর্তীকালে খাবার সময়ও কম ক্ষুধার্ত থাকে। পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনির বদলে আঁশযুক্ত ফল, চাল, দানাসহ রুটি, সীম জাতীয় সবজি ও অন্যান্য আঁশযুক্ত সবজি ও ফলমূল উৎকৃষ্ট। ফলের রসের মধ্যে প্রচুর চিনি থাকে, একটা কমলায় যেখানে মাত্র ৭০ ক্যালরি শক্তি আর প্রচুর আঁশ থাকে ১২ আউন্সের একটা অরেঞ্জ জুসের বোতলে প্রায় ১৬৫ ক্যালরি শক্তি থাকে, আঁশ মোটেই থাকে না। কাজেই কমলা খেয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া সম্ভব। সোডা জাতীয় পানীয় শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।

আপনার বয়স কি চল্লিশের কোটায়? সাবধান!

হাঁটার গতির ওপর সহজ এক পরীক্ষা চালিয়ে গবেষকরা কতো দ্রুত বয়স বাড়ছে সেটা পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন। চল্লিশ বছর বয়সে আপনি কত দ্রুত হাঁটতে পারেন তা বলে দেবে আপনার মগজ এবং শরীরের বয়স কত দ্রুত বাড়ছে বা বাড়ছে না- এ খবর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।যারা ধীরে হাঁটেন তারা যে শুধু তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যান তাই নয়, তাদের মুখও দেখায় বুড়োটে এবং তাদের মস্তিষ্কের আকৃতিও ছোট হয়ে যায়।আন্তর্জাতিক গবেষকদের দলটি বলেছে, তাদের এই গবেষণার ফলাফল ''দারুণ চমকপ্রদ'' চিকিৎসকরা সাধারণত হাঁটার গতি ও ভঙ্গী দেখে কারো স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বুঝতে পারেন, বিশেষ করে ৬৫ বছরের বেশি বয়স যাদের। কারণ হাঁটার গতিপ্রকৃতি থেকে মাংসপেশীর শক্তি, ফুসফুসের সুস্থতা, মেরুদণ্ডের শক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির উজ্জ্বলতা বোঝা যায়। বৃদ্ধ বয়সে হাঁটার গতি ধীর হয়ে যাওয়ার সঙ্গে স্মৃতিভ্রমের যোগাযোগও করেছেন কোন কোন বিজ্ঞানী।''সমস্যার লক্ষ্ণ''এই গবেষণা চালানো হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডে এক হাজার লোকের ওপর। যাদের জন্ম ১৯৭০এর দশকে। ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের সবরকম তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের হাঁটার গতিপ্রকৃতির ওপর পরীক্ষা চালানো হয় আরও আগে থেকে।এই গবেষণায় যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করা হতো, বিভিন্ন সময়ে তাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতার পরীক্ষা নেয়া হতো এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্ক্যান করা হতো। তাদের শিশু বয়স থেকে প্রতি দু''বছর অন্তর বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির সক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হতো।''এই গবেষণায় দেখা গেছে বৃদ্ধ বয়স হবার আগেই ধীরগতিতে হাঁটা সমস্যার প্রতি একটা ইঙ্গিত,'' বলছেন লণ্ডনের কিংস কলেজ এবং আমেরিকার ডিউকইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং এই গবেষণা পত্রের প্রধান লেখক টেরি মফিট।তিনি বলছেন, এমনকী ৪৫ বছর বয়সী যারা ধীরে হাঁটেন তাদের মধ্যেও হাঁটার গতিতে বিস্তর ফারাক দেখা যায়।তবে তার কথায় মোদ্দা বিষয়টা হল, যাদের হাঁটার গতি যত ধীর হয়ে যায় তাদের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াও তত দ্রুততা পায়। তাদের ফুসফুসের ক্ষমতা, দাঁতের অবস্থা এবং রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা যারা দ্রুত হাঁটেন তাদের থেকে খারাপ হয়ে যায়।এই গবেষণায় সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা হলো মস্তিষ্কের স্ক্যান থেকে দেখা গেছে যাদের হাঁটার গতি যত ধীর হয়ে গেছে, তাদের মস্তিষ্কের বয়স তত বেশি বেড়ে গেছে।গবেষকরা আরও দেখেছেন, মাত্র তিন বছর বয়সে মানুষের বুদ্ধি, ভাষা ও স্নায়বিক দক্ষতা পরীক্ষা করে তারা নির্ধারণ করতে পারেন ৪৫ বছর বয়সে তাদের হাঁটার গতি কী হবে।তারা বলছেন, চল্লিশের বেশি বয়সে যাদের হাঁটার গতি ধীর হয়ে যায়, শিশুকালে তাদের আই.কিউ. (বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠি) যারা ৪৫ বছরেও দ্রুত হাঁটেন তাদের থেকে ১২ পয়েন্ট কম ছিল।''জীবনযাপনের সঙ্গে যোগাযোগ''আন্তর্জাতিক গবেষক দল তাদের গবেষণা ফলাফলে লিখেছেন, স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধিমত্তার মধ্যে পার্থক্যের একটা কারণ শিশুকাল থেকে জীবনযাপনের মান। জীবনের শুরুতে যারা ভালো মানের জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছেন তাদের বুদ্ধিমত্তা ও স্বাস্থ্যের ওপর তার একটা প্রভাব পড়েছে।গবেষকরা বলছেন, অল্প বয়সে হাঁটার গতি পরিমাপ করে মানুষের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াকে ধীরগতি করার পদ্ধতি বা চিকিতসা নিয়ে গবেষণা সম্ভব।নিচু ক্যালরির খাবার খাওয়া থেকে শুরু করে মেটফরমিন জাতীয় ওষুধ খাওয়ার উপযোগিতা নিয়ে এখন গবেষণা চালানো হচ্ছে।

শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে করণীয়

করোনা ভাইরাসের এই সময় শিশুদের প্রতি বেশি যত্নশীল হতে হবে। কারণ শিশুদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় যে কোনো রোগে তারা সহজে আক্রান্ত হয়। এ সময় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শিশুদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। বিশেষ করে শিশুর খাবারের প্রতি নজর দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। বিশেষ করে শিশুর খাবারের প্রতি নজর দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে যেসব বিষয়ে নজর দিতে হবে ঃ —

পর্যাপ্ত ঘুম ঃ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পর্যাপ্ত ঘুম খুবই কার্যকরী। ঘুম কম হলে মানসিক চাপ বেড়ে যায়, যা মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দেয়। প্রতিদিন শিশুদের অন্তত ১০-১৪ ঘণ্টা ঘুম জরুরি।

অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ঃ শিশুদের সামান্য অসুখেই বাবা-মা চিন্তায়. পড়ে যান। অনেক সময় চিকিৎসকরা সাধারণ রোগব্যাধির বেলায় পরিচিত কিছু অ্যান্টিবায়োটিক শিশুকে খেতে দেন। অত্যাবধিক অ্যান্টিবায়োটিক সেবনে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই শিশুকে যতটা সম্ভব অ্যান্টিবায়োটিক কম খাওয়াতে পারলে ভালো।

ঘরে তৈরি খাবার খাওয়ান ঃ ঘরে তৈরি খাবার শিশুর জন্য সবচেয়ে ভালো। এ সময় শিশুকে জাঙ্ক ফুড থেকে দূরে রাখুন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রচুর পরিমাণ তাজা সবজি ও ফল খাওয়ান।

বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুলে এনএনএসের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে বুধবার। ছবি- নিজস্ব।

দ্বিতীয় ধাপের ভ্যাকসিন নিয়ে বিশেষ ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : করোনার সেকেন্ড ওয়েভ রুখতে ভ্যাকসিনের অপেক্ষায় রয়েছে সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার দ্বিতীয় ধাপের ভ্যাকসিন নিয়ে বিশেষ ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচার, বন, পরিবেশ ও আবহাওয়া মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ১ মার্চ থেকেই শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভ্যাকসিন প্রক্রিয়া। আর সেই ধাপে ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে ৪৫ বছর বেশি বয়সী, যাদের কো-মর্বিডিটি আছে তাদেরও ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। এছাড়া, বেসরকারি হাসপাতাল থেকে টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়া যাবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

আগামী মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকেই দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে করোনার দ্বিতীয় দফার টিকাকরণের প্রক্রিয়া। গত ১৬ জানুয়ারি দেশজুড়ে শুরু হয় করোনার প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ। প্রথমে করোনা যোদ্ধাদের বিনামূল্যে দেওয়া হয় এই ভ্যাকসিন। এবার পূর্ব ঘোষণা মত আগামী ১ মার্চ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেওয়া হবে করোনার প্রতিষেধক। ১০,০০০ হাজার সরকারি হাসপাতাল ও ২০,০০০ বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হবে করোনার টিকা। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে ও বেসরকারি হাসপাতালে অর্থের বিনিময়ে মিলবে প্রতিষেধক। যার দাম কিছুদিনের মধ্যেই ধার্য হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। ষাটোর্ধ নাগরিক ও কোমর্বাডিটি যুক্ত ৪৫ বছরের ব্যক্তিদের দেওয়া হবে করোনার ভ্যাকসিন। দ্বিতীয় ধাপে মোট ২৭ কোটি ভারতীয় নাগরিকদের দেওয়া হবে করোনার ভ্যাকসিন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচার, বন, পরিবেশ ও আবহাওয়া মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। টিকাকরণের গতি নির্ধারিত লক্ষ্যের থেকে কম হলেও, অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এই পরিস্থিতিতে আমনাগরিকদের টিকাকরণ শুরু করছে কেন্দ্রীয় সরকার। উল্লেখ্য, টিকাকরণের জন্য এবারের বাজেটে ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের দল। এদিন কেন্দ্রের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে।বাংলা ছাড়া মহারাষ্ট্র, কেরল, গুজরাট, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং জম্মু ও কাশ্মীরে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। বিভিন্ন রাজ্যে কোভিড গ্রাফ কেন বাড়ছে, তা রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে খতিয়ে দেখবে তাঁরা।

পঞ্জাবি সঙ্গীত জগতে অপূরণীয় ক্ষতি, প্রয়াত গায়ক সরদুল সিকান্দর

চন্ডীগড়, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল পঞ্জাবি সঙ্গীত জগতে। প্রয়াত হলেন খ্যাতনামা পঞ্জাবি গায়ক সরদুল সিকান্দর। বুধবার মোহালির ফর্টিস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। কিডনির সমস্যা-সহ অন্যান্য অসুস্থতার জন্য মোহালির হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এই সঙ্গীত শিল্পী। পঞ্জাবি গায়ক সরদুল সিকান্দরের প্রয়াণে সঙ্গীত জগতের পাশাপাশি শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহলও। শোকপ্রকাশ করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। শোকপ্রকাশ করে অমরিন্দর সিং জানিয়েছেন, 'পঞ্জাবি সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।' আকালি শিরোমনি দলের প্রধান সুখবিন্দর সিং বাদলও টুইট বার্তায় এই প্রবাদপ্রতিম পঞ্জাবি গায়কের শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, 'খুব দুঃখিত কিংবদন্তি পঞ্জাবি গায়ক সরদুল সিকান্দের-এর মৃত্যুর খবরে। পঞ্জাবি ফিল্ম ও মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। ওঁনার পরিবার, বন্ধু ও অনুরাগীদের জন্য জানাই সমবেদনা। ওঁনার আত্মার শান্তি কামনা করছি।'কয়েক বছর আগেই কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল সরদুল সিকান্দরের। সম্প্রতি একাধিক শারীরিক সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন সরদুল। গত ১৫ দিন ধরে মোহালির ফর্টিস হাসপতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। কিডনি সঠিকভাবে কাজ করছিল না, তাঁর রক্তে সুপারের মাত্রাও মারাত্মক বেড়ি গিয়েছিল। এদিন মাল্টি অর্গ্যান ফেলিউরের কারণে মৃত্যু হয়েছে সরদুল সিকান্দরের। ১৯৮০ সালে সর্বপ্রথম রেডিও ও টেলিভিশনে পথচলা শুরু হয় সিকান্দরের। "রোডওয়েজ দি লারি" এটাই ছিল তাঁর প্রথম অ্যালবাম। পঞ্জাবি ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন তিনি।

একুশের নির্বাচনে খেলা হবে : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা,২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। তারই মাঝে সভা পাল্টা সভায় মেতেছে রাজ্য রাজনীতি।বুধবার ডানলপে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই "একুশের নির্বাচনে খেলা হবে" মন্তব্য মমতার।

এই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি নিজে ছাত্র রাজনীতি করে এসেছি। খেলা একটাই হবে। একুশের নির্বাচনে খেলা হবে। বাংলা টানে খাবার টানে। মাটির টানে সবাই এসেছেন। আমের নিজে ছাত্র রাজনীতি করে এসেছি। মা-বোনেরা খেলা হবে? একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে অন্যদিকে বাকিরা। গান্ধী নেতাজির থেকেও বড় নেতা মোদী। বিজেপিতে মা-বোনেরা সুরক্ষিত?

গুয়াহাটি থেকে নিখোঁজ সিআরপিএফের জনৈক জওয়ান

গুয়াহাটি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গুয়াহাটি থেকে সিআরপিএফ-এর জনৈক নিখোঁজ হয়ে গেছেন। এ ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিখোঁজ জওয়ান অসমের গোলাঘাট জেলার বোকাখাত মহকুমার বাসিন্দা জয়ন্ত দলে। জানা গেছে, বোকাখাতের ১ নম্বর বাহিখোয়া গ্রামের বাসিন্দা সিআরপিএফ-এর জওয়ান জয়ন্ত দলে বাড়ি যাওয়ার জন্য ছুটি নিয়ে জম্মু-কাশ্মীর থেকে গত ২২ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি শ্রীনগরে নিয়োজিত ছিলেন। ছুটি কাটাতে এসে গুয়াহাটি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছেন তিনি। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পল্টনবাজার থানায় ২৩ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ সংক্রান্ত এক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তাঁর সন্ধানে তালাশি-অভিযান শুরু করেছে।

সুউচ্চ স্তম্ভে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ভোলানো যাবে না, 'ভাষা শহিদ স্টেশন' নামাকরণ করতে হবে : প্রদীপ দত্তরায়

শিলচর (অসম), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশপথে ভাষা শহিদ স্মারকের সামনে ১০০ ফুট উপরে স্মারকস্তম্ভে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বৃহৎ বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাবাবেগকে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। বরং ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনে উৎসর্গিত ১১টি তরতাজা প্রাণের স্বীকৃতি স্বরূপ শিলচর স্টেশনকে 'ভাষা শহিদ স্টেশন' নামকরণের গণদাবিকে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে সরকারকে বিহিত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জোরালো দাবি জানালেন গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী তথা বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়।

প্রসঙ্গত গতকাল শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে ভাষা শহিদ স্মারকের কাছে ১০০ ফুট উঁচু স্মারকস্তম্ভে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বলেছেন, ভাষা শহিদদের সম্মানার্থে এই পতাকা বছরব্যাপী উড়তে থাকবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। এ-নিয়ে অনেকে সন্তোষ ব্যক্ত করলেও ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়। প্রদীপ বলেন, সাংসদের এ ধরনের "নাকের বদলে নরুণ" দেওয়ার মানসিকতা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর সোজা বক্তব্য, সাংসদ যদি সত্যিই ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকেন, তা-হলে অবিলম্বে সরকারিভাবে শিলচর রেলস্টেশনকে "ভাষা শহিদ স্টেশন" হিসেবে নামকরণ করার ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন।

বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর মুখ্য আহ্বায়ক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ২০১৬ সালে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সবুজ সঙ্কেত দেওয়ার পরও ইচ্ছাকৃত ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে নামাকরণের প্রক্রিয়াকে। স্থানীয় প্রশাসন থেকে তিনবার আশ্বাস পাওয়ার পরও কোনও এক ডিমাসা সংগঠনের প্রতিবাদকে অজুহাত দেখিয়ে এটা হতে বাধা দিচ্ছে বর্তমান সরকার। শিলচরের সাংসদের যদি বিন্দুমাত্র জাত্যাভিমান থেকে থাকে, তা-হলে এ-সব অবহেলা আর অপমান কীভাবে তিনি মেনে নিচ্ছেন? তিনি আরও বলেন, বাংলাকে সরকারি সহযোগী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ারও কোনও ইচ্ছা নেই এই সরকারের। এ ব্যাপারে কেন কিছু এগোচ্ছে না? কেন-ই বা বালিতে মুখ গুঁজে বসে আছেন বিজেপির স্থানীয় সাংসদ বিধায়করা? একইভাবে বরাকের পঞ্চদশ ভাষা শহিদ আজও না-পেয়েছেন সরকারি স্বীকৃতি, না-তাঁদের পরিবার পেয়েছেন কোনও ক্ষতিপূরণ। অথচ অসম আন্দোলনের শহিদদের নিয়ে এই সরকারের মাতামাতির শেষ নেই।

প্রদীপ দত্তরায় বলেন, আগামী ১ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী বরাক সফরে আসছেন। এই সফরেই তাঁকে "ভাষা শহিদ স্টেশন" নামাকরণের ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা করতে হবে। নির্বাচন আচরণবিধি বলবৎ হওয়ার আগে বরাকের ভাষা শহিদদের সরকারি স্বীকৃতি এবং বাংলাকে রাজ্যের সহযোগী ভাষার স্বীকৃতির ঘোষণা করতে হবে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে। অন্যথায় আসন্ন নির্বাচনে এই অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষীদের বিজেপিকে বর্জন করার জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট।

১২ ঘণ্টার তিনসুকিয়া জেলা বনধ-এর আংশিক প্রভাব

তিনসুকিয়া (অসম), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : তিরাপ স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবির ভিত্তিতে আহূত ১২ ঘণ্টার তিনসুকিয়া জেলা বনধ-এর আংশিক প্রভাব পড়ছে। কেবলমাত্র জেলা সদর তিনসুকিয়া শহর এবং মার্ঘেরিটা মহকুমা সদর ছাড়া অন্যত্র বনধ-এর বিশেষ প্রভাব পড়েনি। বিক্ষিপ্তভাবে বেসরকারি যানবাহন চলাচল করেছে। সরকারি যানবাহন যথারীতি স্বাভাবিক ছিল। তিনসুকিয়া এবং মার্ঘেরিটা ছাড়া সর্বত্র অফিস-কাছারি এবং দোকানপাট সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চলেছে। তবে কোনও জায়গা থেকে অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। বনধ-এর ডাক দিয়েছিল তিরাপ স্বশাসিত জেলা পরিষদ দাবি সমিতি সহ অন্য কয়েকটি জনজাতি ভিত্তিক সংগঠন। দীর্ঘ দিন ধরে অসম সরকার তিরাপ স্বশাসিত পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে প্রতারণা করছে বলে অভিযোগ তুলেছে তিরাপ স্বশাসিত জেলা পরিষদ দাবি সমিতি।

ঘরের বউকে কয়লাচোর ?

সাহাগঞ্জে সভায় বিস্ফোরক মমতা

সাহাগঞ্জে, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "একটা ঘরের মা-বোনেদের বলছেন কয়লা চোর। আর তোমার সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে।" হুগলির সাহাগঞ্জে রাজনৈতিক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই তোপ দাগলেন ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা ও শ্যালিকা মেনকার নাম না করে।

দু'দিন আগেই সাহাগঞ্জের সভা থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ শানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সাহাগঞ্জে দাঁড়িয়ে একদিকে রুজিরা ও মেনকার ব্যাপারে তাঁর প্রবল অসন্তোষ ফুটিয়ে তুললেন, অন্যদিকে জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রীকে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডানলপের শ্রমিক কারা আছেন, হাত তুলুন। ২০১৬ সালে আমরা বললাম, ডানলপ টাকে অধিগ্রহন করতে চাই। জেসপ চালাতে চাই। দিল না। আমরা ১০ হাজার টাকা করে এককালীন দিই। জিজ্ঞাসা করুন তো, কেন মোদী করতে দেননি? শ্রমিকদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পবন রুইয়ার অতিথি হয়েছেন তাঁরা। এঁদের মুখে বড় বড় কথা শুনব আমি? কথায় কথায় বলেন, তৃণমূল তোলাবাজ? আর আপনি কি? আপনি দাঙ্গাবাজ? যাঁরা ৫টাকা, ১০ টাকা তোলে, তাঁকে বলে তোলাবাজ। আর আপনারা কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান। কারখানা বিক্রি করে দেন। দেশটাকেই বিক্রি করে দেন। গরিব লোকেরা খেলে হয় কাটমানি, আর আপনারা খেলে হয় ক্যাটমানি?"

করোনার টিকা রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে দিতে চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি স)। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যবাসীকে বিনা মূল্যে টিকা দিতে চাই। কোথা থেকে, কোন সংস্থার থেকে তা পাওয়া যাবে, অনুমতি দিন। ভোটের আগে রাজ্যবাসীর জন্য এটা খুবই জরুরি। রাজ্যবাসীর কাছে নিখরচায় করোনা প্রতিষেধক পৌঁছে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা তাঁর নীতিগত সিদ্ধান্ত। সামনের সারিতে থাকা কোভিড যোদ্ধাদের জন্য বিনামূল্যে প্রতিষেধক দেওয়ার কথা জানাতে গিয়ে জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধেই তিনি সরকারের এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিপ্রায় প্রকাশ সাধারণ মানুষের কাছে 'ইতিবাচক' হতে পারে, তেমন ভাবনা থেকেই হয়তো এই পদক্ষেপ। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমানের মতো জেলাগুলির পুলিশ এবং স্বাস্থ্য-কর্তাদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা একটি চিঠি পৌঁছোয়। থানা এবং স্বাস্থ্য-কার্যালয়গুলি থেকে চিঠিগুলি বিলি করেন জেলাকর্তারা। মুখ্যমন্ত্রীর সেই চিঠিটি প্রধানত কোভিড যোদ্ধাদের উদ্দেশে লেখা। ফলে চিঠির একদম শুরুতে কোভিড-মোকাবিলায় সব কোভিড যোদ্ধাকেই কুর্নিশ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিষেধক প্রাপ্তি নিয়ে আশাপ্রকাশ করে চিঠিতে মমতা লিখেছেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের সরকার রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।' এরই সঙ্গে তিনি চিঠিতে জানান, নিজের জীবনকে বাজি রেখে যে ভাবে কোভিড রোগীদের চিকিৎসা-সেবার কাজ করেছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা, তাতে প্রথম পর্যায়েই বাংলার সব স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে প্রতিষেধক পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি শেষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রের খবর, অনেক দিন আগেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং তার ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর লেটারহেডে চিঠিটি লেখা হয়। চিঠিটি পৌঁছেও দেওয়া হয় পুলিশ এবং স্বাস্থ্য-প্রশাসনের কাছে।

এবার তিনি আমজনতাকে এই টিকা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে চিঠি দিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। ওয়াকিবহাল মহলের খবর, এই টিকা কেন্দ্রের কাছ থেকে এলে তার সুফল নেওয়ার চেষ্টা করবে রাজ্যের শাসক দল। না এলে কেন্দ্র দিলনা বলে জিগির তোলার চেষ্টা করবে তৃণমূল।

এদিকে, ১ মার্চ থেকে ৬০ বছরের বেশি বয়স্কদের সরকারি কেন্দ্রে বিনা মূল্যে করোনার টিকা দেওয়া হবে। বুধবার একথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সেইসঙ্গে ৪৫ বছর বয়সের উপরে যাঁরা কোমর্বিডিটিতে আছেন, তাঁদেরকেও বিনা পয়সায় টিকা দেওয়া হবে। এজন্য ১০ হাজার সরকারি ও ২০ হাজার বেসরকারি কেন্দ্র নির্ধারিত হয়েছে।হিন্দুস্থান

ডানলপ সভার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,২৪ ফেব্রুয়ারি (হি স): লক্ষ্যে একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ রাজনৈতিক দলগুলি। কিছুদিন আগেই ডানলপ সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর তারই পাল্টা বুধবার ডানলপে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডানলপ সভার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

দোরগোড়ায় নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। এরই মাঝে সভা মিছিল মিটিং শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। পিছিয়ে নেই তৃনমূল ও। আর এবার ডানলপ সভার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডানলপ সভায় পৌঁছে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন রাজ চক্রবর্তী,জুন মালিয়া সহ একাধিক তারকারা। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে করোনা সংক্রমিত ২১ জন, মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২,১৭,৪২৭

গুয়াহাটি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট আক্রান্ত হয়েছেন ২১ জন। তবে আক্রান্তের সংখ্যা নিতান্তই কম। ইতিমধ্যে পুরনো এবং নতুনদের নিয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৪২৭ হয়েছে। তাছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ২০ জন করোনাকে জয় করে বাড়ি ফিরেছেন। তাঁদের নিয়ে সুস্থ হয়েছেন মোট ২,১৪,৭৩২ জন। গত বেশ কয়েকদিনের মধ্যে করোনা-আক্রান্ত কেউ মৃত্যু বরণ করেননি। ফলে রাজ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ১,০৯১-এ সীমাবদ্ধ রয়েছে। অন্যদিকে ১,৬০৪ জন সক্রিয় কোভিড পজিটিভ রোগীর চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে।

রাজ্য স্বাস্থ্য সফতর সূত্রের খবরে প্রকাশ, গতকাল রাত পর্যন্ত মোট ১৪,৬৩৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২১ জনকে করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। অসমে পরীক্ষার তুলনায় সক্রিয় রোগীর হার এ পর্যন্ত ০.১৪ শতাংশ। এর আগের দিন সোমবার এই হার ছিল ০.০৯ শতাংশ। সূত্রটি জানিয়েছে, অসমে আরোগ্য লাভের হার ৯৮.৭৬ শতাংশ। এছাড়া সক্রিয় আক্রান্ত ০.৭৩ শতাংশ। ০.৫০ শতাংশ মৃত্যুর হার।

এদিকে অসমে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে মোটেও শঙ্কিত নন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এ প্রসঙ্গে এক জিজ্ঞাসার জবাবে রাজ্যে ফের লকডাউনের কোনও পরিস্থিতি এখনও হয়নি বলে দাবি করেন মন্ত্রী। গতকাল হোজাইয়ে গিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, যখন দৈনিক ৩,৫০০ জন করোনায় আক্রান্ত হচ্ছিলেন, তখনও সরকার লকডাউন ঘোষণা করেনি। ১৪ এবং সাতজন আক্রান্ত হলে কি লকডাউন দিতে হবে? পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে আরও বলেন, নতুন করে কোভিড প্রটোকলেরও প্রয়োজন নেই। তবে সামাজিক ব্যবধান এবং মুখে মাস্ক পরতে রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গ্রামোন্নয়নের প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, দুল্লভছড়ার বিডিও এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে এডিআইআর সামাজিক সংগঠনের

দুল্লভছড়া (অসম), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত দুল্লভছড়া উন্নয়ন খণ্ডের আধিকারিক (বিডিও) সরোজ দাস ও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম বড়ভুইয়াঁর বিরুদ্ধে এউজআইআর দায়ের করেছে স্থানীয় একটি সামাজিক সংগঠন। ব্লকের এই দুই আধিকারিকের যুগলবন্দিতে দুল্লভছড়া উন্নয়ন খণ্ডে একটি সিন্ডিকেট চক্র গড়ে উঠেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে স্থানীয়দের কাছে। এঁদের লাগামহীন দুর্নীতিতে গ্রামোন্নয়নের মতো সরকারি মহৎ কর্মসূচি জনগণের কাছে পৌঁছচ্ছে না। মাঠে মার খাচ্ছে গ্রামোন্নয়ের প্রকল্পগুলো।

এমজিএনরেগার অধীনে প্রায় ৩৫টি ভুয়ো প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা চলছে বলেও বিডিও সরোজ দাস ও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম বড়ভুইয়াঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। এই সকল অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাতাবাড়ি অধিকার সুরক্ষা সমিতি মঙ্গলবার রাতাবাড়ি থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছে। দুল্লভছড়া উন্নয়ন খণ্ডের আধিকারিক সরোজ দাস এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম বড়ভুইয়াঁকে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত করে অধিকার সুরক্ষা সমিতির সভাপতি হিফজুর রহমান এফআইআর দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে হিন্দুস্থান সমাচার-কে হিফজুর রহমান বলেন, বিডিও সরোজ দাসের নেতৃত্বে দুল্লভছড়া ব্লকে গ্রামোন্নয়নের টাকায় হরির লুট চলছে। সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার দুর্নীতি সম্পর্কে শূন্য সহনশীলতার কথা বলেন, কিন্তু বাস্তবে তা প্রতিফলিত হচ্ছে না। বিশেষ করে দুল্লভছড়া উন্নয়ন খণ্ডের বিডিও সরোজ দাস এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম বড়ভুইয়াঁর নেতৃত্বে পঞ্চায়েতরাজের বদলে চলছে লুণ্ঠনরাজ। নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কমিশন পেয়ে গেলেই হল। প্রকল্পের অর্থ হাপিস হয়ে গেলে বিডিও সরোজ দাসের আর কোনও মাথাব্যথা থাকে না বলেও অভিযোগ করেন অধিকার সুরক্ষা সমিতির সভাপতি হিফজুর রহমান।

হিফজুর আরও বলেন, সম্প্রতি রাতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ এমজিএনরেগার অধীনে ৩৫টি ভুয়ো প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি টাকা আত্মসাতের পরিকল্পনা চলছে। সরকারি গাইড লাইন উপেক্ষা করে ওই সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেন রাতাবাড়ি অধিকার সুরক্ষা সমিতির সভাপতি হিফজুর রহমান। বলেন, রাতাবাড়ি জিপি সভাপতি নুরুল ইসলাম এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি আশিস নাথ চলতি মাসের ৫ তারিখ এ-ব্যাপারে লিখিতভাবে জেলা গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রকল্প অধিকর্তার কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এমন-কি, গত বছরের ৭ ডিসেম্বর জিপি সভাপতি নুরুল ইসলাম জেলা গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রকল্প অধিকর্তার কাছে আরেকটি স্মারকপত্র প্রদান করে ভুয়ো প্রকল্প গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এতসবের পরও কোনও কাজ হয়নি। এর পরও মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বিডিও সরোজ দাস ভুয়ো প্রকল্পগুলো মঞ্জুর করে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে মঙ্গলবার রাতাবাড়ি থানায় বিডিও সরোজ দাস, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম বড়ভুইয়াঁ এবং পঞ্চায়েতের জিআরএস বদর উদ্দিনের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে জানান সামাজিক সংগঠনের সভাপতি। রাতাবাড়ি অধিকার সুরক্ষা সমিতির সভাপতি হিফজুর রহমান, আনোয়ার হুসেন, ফয়জুর রহমান সহ জিপির বেশ কয়েক জন নাগরিক ওসি জয়ন্ত তেরনের হাতে এফআইআরটি তুলে দেন।

এদিকে রাতাবাড়ি জিপির মণ্ডল কংগ্রেসের কর্মকর্তা আনোয়ার হুসেন দুর্নীতির একটি জ্বলন্ত প্রমাণ তুলে ধরে বলেন, আল নোমান বাংলা অ্যাকাডেমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নামে একটি প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে। অথচ রাতাবাড়ি জিপিতে এই নামে কোনও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই নেই। আর যদি থেকে থাকে, তা-হলে তা প্রমাণ করার জন্য সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন মণ্ডল কংগ্রেসের কর্মকর্তা আনোয়ার হুসেন। অধিকার সুরক্ষা সমিতির সভাপতি হিফজুর রহমান ভুয়ো প্রকল্পের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, বেশিরভাগ প্রকল্পকে কৃষিবাঁধ হিসেবে মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু বাঁধের পাশে বড় বড় দালান, বসতবাড়ি যদি থাকে তবে ওগুলো কৃষিবাঁধ কীভাবে হয়, প্রশ্ন তুলেন তিনি। হিফজুর বলেন, সত্যিকার অর্থে কাজ করার অসংখ্য জায়গা থাকলেও সেখানে কোনও প্রকল্প বরাদ্দ করা হয়নি। শুধুমাত্র আত্মসাতের জন্য ভুয়ো প্রকল্পগুলো মঞ্জুর করিয়ে এনেছেন বিডিও সরোজ দাস। অধিকার সুরক্ষা সমিতির সভাপতি হিফজুর রহমান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অতিসত্বর সরেজমিনে তদন্ত করে ভুয়ো প্রকল্পগুলো বাতিল না করলে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

যুবমোর্চার কার্যকরণি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা নজরুল ক্ষেত্রে বুধবার বিজেপি যুব মোর্চার কার্যকরনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকর নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা, সহ-সভাপতি টিংকু রায়, সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত এবং বিজেপি যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি নবাদল বণিক।বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরের নজরুল ক্ষেত্রে বিজেপি যুব মোর্চার প্রদেশ কার্যকরনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকরণ এ বৈঠকের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিজেপি সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা। কাজ করনি সম্পর্কে যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বণিক বলেন, এই কার্যক্রমে বৈঠক সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার অংশ। তিন মাস অন্তর অন্তর এধরনের কার্যকরনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বলে তিনি জানান।কেন্দ্রীয় কমিটির পর রাজ্য কমিটি, রাজ্য কমিটির পর জেলা কমিটির, জেলা কমিটির পর মন্ডল কমিটির কার্যকরনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যুব মোর্চার কার্যকরী বৈঠকে বুথস্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। কার্যকরনি বৈঠককে কেন্দ্র করে যুব মোর্চার কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

গন্ডাছড়ায় শ্রীশ্রী রামচন্দ্র দেবের বাৎসরিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। গন্ডাছড়ায় রাম ঠাকুর সেবাশ্রম এর উদ্যোগে শুরু হয়েছে শ্রীশ্রী রাম চন্দ্র দেবের ৪২ তম বাৎসরিক উৎসব। ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে চলবে এই উৎসব। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া রামঠাকুর সেবাশ্রম এর উদ্যোগে মঙ্গলবার সন্ধ্যা রাতে গঙ্গা আবহন এর মধ্য দিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেব এর ৪২ তম বাৎসরিক মহোৎসব শুরু হয়েছে। মহোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি উৎসব প্রাঙ্গণে সাফাই অভিযান করা হয়েছে। উৎসব কমিটির সম্পাদক প্রমিল দেব জানিয়েছেন ঠাকুরের উৎসবকে সামনে রেখে সামাজিক কর্মসূচি গুলি পালন করার এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।আগামী শনিবার বিকেল ৩ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত উৎসব উপলক্ষে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকালে নগর পরিক্রমার মাধ্যমে ৫ দিনব্যাপী উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে। শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেব এর ৪২ তম বাৎসরিক উৎসবকে কেন্দ্র করে ধর্ম প্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

এনএসএসের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের রামনগরের বাণী বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের সপ্তাহব্যাপী বিশেষ শিবির বুধবার থেকে শুরু হয়েছে।সপ্তাহব্যাপী শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার।ছাত্র-ছাত্রীদের শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুলে গড়ে উঠেছে এনএসএস ইউনিট। এনএসএস ইউনিট গড়ে তোলার মূল্য লক্ষ্য হলো সামাজিক দায়িত্ব দুধের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক দায়িত্ববোধের উদ্বুদ্ধ করতে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা অন্য কোন পরিস্থিতিতে সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এন এস এস ইউনিট কাজ করে। রামনগরে বাণী বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়েও এন এস এস ইউনিট রয়েছে। বুধবার থেকে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ শিবির শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মথুরায় উল্টে যাওয়া ট্রাকে ধাক্কা গাড়ির, হরিয়ানার ৭ জনের মৃত্যু

মথুরা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলায়, যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৭ জন। মৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি হরিয়ানার জিন্দ জেলায়। মঙ্গলবার মধ্যরাতে ইনোভা গাড়িতে চেপে উত্তর প্রদেশের মথুরায় একটি ধর্মীয় স্থানে যাচ্ছিলেন তাঁরা। যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের উপর থেকে দ্রুত গতিতে ছুটছিল তাঁদের গাড়ি। আচমকাই টায়ার ফেটে যাওয়ার কারণে একটি ট্রাক এক্সপ্রেসওয়ের উপর উল্টে যায়, সেই সময় ইনোভা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে। জোরালো সংঘর্ষের জেরে দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন একজন ব্যক্তি, তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে, দু'’জন আত্মীয় এবং গাড়ির চালক।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম-মনোজ (৪৫), তাঁর স্ত্রী ববিতা (৪০), দুই ছেলে অভয় (১৮) এবং হেমন্ত (১৬), দু'’জন আত্মীয় মাধুরি (১৪) এবং তনু (১১), প্রাণ হারিয়েছেন গাড়ির চালক রাকেশ। মৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি হরিয়ানার জিন্দ জেলায়। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

‘আসুন অসম বাঁচাই’ বাসযাত্রা করে করিমগঞ্জ চষে বেড়িয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গত পাঁচ বছরে সঞ্চয়ের খাতা শূন্য। আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন পরিবার পরিচালনা করা দায় হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের ‘আসুন অসম বাঁচাই’ শীর্ষক বাসযাত্রায় সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেবের সঙ্গে মতবিনিময়কালে করিমগঞ্জের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ সাধারণ জনগণ এভাবেই তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

বুধবার সকালে ‘আসুন অসম বাঁচাই’ কর্মসূচির অংশ হিসাবে কংগ্রেস নেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব বাস নিয়ে করিমগঞ্জে আসলেও পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শহরের অসামরিক হাসপাতাল পরিদর্শন না করে এবং স্টেশন রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে শ্রদ্ধা নিবেদন না করে সোজা চলে যান মালেগড়ে। সেখানে শহিদ বীর সেনাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিলামবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। সেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে একটি পথসভায় বক্তব্য পেশ করেন সুস্মিতা।

নিলামবাজারে পথসভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সুস্মিতা দেব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় এসে বিজেপি কী পরিবর্তন করেছে? বিজেপির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোনও পরিবর্তনই চোখে পড়ছে না। করিমগঞ্জে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রতিশ্রুতি কোথায়? আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড ওয়েলের মূল্য নিম্নগামী হলেও, কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না কেন? এ সব নানা প্রশ্ন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দিকে ছুঁড়ে দেন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেব।

সুস্মিতা বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আজ আকাশছোঁয়া। প্রতিদিন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতির ফলে সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস চরমে উঠেছে। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম হাজার ছুঁই-ছুঁই। এ-সবের প্রতি বিজেপি সরকারের কোনও দায়বদ্ধতাই নেই। বিজেপি সরকার কোনও প্রতিশ্রুতিই পালন করেনি। সুস্মিতা বলেন, বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল, ক্ষমতায় আসলে সরকারি চাকরিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। গত পাঁচ বছরের শাসনে বিজেপি সরকার বরাকের কতজন শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীকে চাকরি দিয়েছে? এর কি কোনও উত্তর আছে বিজেপির কাছে? সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজেপি সরকার স্বজন-পোষণ নীতি চালাচ্ছে বলেও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন সুস্মিতা।

আজকের পথসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়েও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, রাজ্যের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছেন, ক্ষমতায় এলে অসমে পুনরায় এনআরসি হবে। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করে সুস্মিতা বলেন, কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসলে এনআরসিতে যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁদের পরিচয়পত্র দেওয়া কংগ্রেসের প্রাথমিকতা হবে। আর যাঁদের নাম এনআরসিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া হবে, প্রতিশ্রুতি দেন সুস্মিতা।

নিলামবাজারের পথসভা শেষে করে ‘আসুন অসম বাঁচাই’ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বাস নিয়ে সুস্মিতা পাথারকান্দির উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে কায়স্থগ্রাম ও বারইগ্রামে সাধারণ নাগরিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। করোনাকালে ব্যবসায় মন্দা সহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন পরিবার পরিচালনা করতে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে সঞ্চয়ের খাতাও শূন্যে এসে ঠেকেছে বলে তাঁরা সুস্মিতার সঙ্গে মতবিনিময়ে তুলে ধরেন। বাসযাত্রা করে পাথারকান্দি পৌঁছে সুস্মিতা সোজা চলে যান শহিদ সুদেষ্ণা উদ্যানে। সেখানে শহিদ সুদেষ্ণার পাদদেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্থানীয় একাংশ জনতার সঙ্গে কর্মসূচি অনুযায়ী মতবিনিময়ে মিলিত হন সুস্মিতা। পরবর্তী কর্মসূচি অনুযায়ী রাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের কালিনগর চা বাগান শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করার কথা থাকলেও সুস্মিতা সেখানে না গিয়ে সোজা শিলচরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

আজকের ‘আসুন অসম বাঁচাই’ বাসযাত্রায় সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেবের সঙ্গে সফরসঙ্গী ছিলেন করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়, কার্যনির্বাহী সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, চার প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ, আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, অজিত সিং এবং আবু সালেহ নজমুদ্দিন, জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, মুখপাত্র শাহাদত আহমদ চৌধুরী সহ দলীয় বিভিন্ন শাখার পদাধিকারীগণ।

‘টিবি হারবে দেশ জিতবে’ বিশালগড়ে সাইকেল রেলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষা মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে ‘টিবি হারবে দেশ জিতবে ’ এই স্লোগানে বিশালগড়ে অনুষ্ঠিত হয় বাইসাইকেল রেলি। সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এই রেলির আয়োজন করেছে। সহযোগিতা করেছে সমাজসেবী সংস্থা গোলাঘাটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বুধবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে পতাকা নেড়ে রেলির সূচনা করেন জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। উপস্থিত ছিলেন জেলা পারিষদ বিশ্বজিৎ সাহা, প্রাক্তন পৌর কাউন্সিলার সুশান্ত দেব। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রঞ্জন বিশ্বাস, এসডিএমও জ্যোতির্ময় দাস,স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অরিজিত সিনহা, ডাঃ মানবেন্দ্র রিয়াং,জেলা টিবি অফিসার ডাঃ মৌসুমি ঘোষ।সুসজ্জিত রেলিতে অফিসটিলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং স্থানীয় যুবকরা অংশ নেন। এছাড়া এদিন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে জন্মগত পায়ের সমস্যা যাদের রয়েছে তাদের চিকিৎসার জন্য একটি ক্লাবফুট ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। অতিথিরা ফিতা কেটে ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন। বাইসাইকেল রেলি বিশালগড় শহরে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এক সংবাদ সম্মেলনে এ খবর জানিয়েছেন স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং সোসাইটির কর্তারা।

বাইক

● প্রথম পাতার পর

শিঙি ছড়ায় পথ অবরোধ করেন।অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সিপিআইএম।সিপিআইএমের স্থানীয় বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন বিরোধী দলের ওপর ক্রমাগত হামলা চালিয়ে বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে।এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য তিনি গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

জানায় অবিলম্বে সাবরুম মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক অধ্যাপিকা নিয়োগ করতে হবে।যাদেরকে অন্যত্র বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিতে হবে।অন্যতায় আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার ধারণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ছাত্ররা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয় বুধবার মহা বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন পুরোপুরিভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অবশেষে প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি এর ভিত্তিতে আপাতত আন্দোলন বন্ধ রেখেছে আন্দোলনকারীরা। সরকার ও প্রশাসন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে জানিয়েছে।

এক সুর

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে এবং ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য ব্যবহার করেছে। কিন্তু আমাদের আওয়াজ কেউ কখনও শুনেনি। তবে এখন সময় বদলেছে। এখন আমরা একই সুরে আওয়াজ তুলব এবং নেতাদের আমাদের কথা শুনতেই হবে, জোর গলায় দাবি করেন তিনি।

এদিন আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরায় বিজেপির সাথে আমরা জোটবদ্ধ রয়েছি। তবে এডিসি নির্বাচনের পর নতুন করে এ-বিষয়ে ভাবতে হবে। তাঁর কথায়, বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে লাগাতার আলোচনা চলছে।

আজকের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত বড়ো টেরিটোরিয়াল রিজিওনের কার্যনির্বাহী সদস্য রঞ্জিত বসুমতারি আক্ষেপ করে বলেন, জনজাতিরা এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র। অথচ, তাঁদের কথা কেউ কখনও শুনেনি। তাঁর কথায়, ব্রিটিশ শাসন সমাপ্ত হওয়ার পর আমরা ভারতের অংশ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতার ৭০ বছর পরও জনজাতিরা বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। তাই পৃথক রাজ্যের দাবি উঠেছে, যা খুবই প্রাসঙ্গিক। তাঁর আশ্বাস, ত্রিপুরাবাসীর প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

মোর্চার

● প্রথম পাতার পর

শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। দমন বিরোধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রেলিতে অংশগ্রহণ করে সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে কৃষক আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য চক্রান্ত চালাচ্ছে তার প্রতিবাদ জানাতেই রাজধানী আগরতলা শহর শহরের অন্যান্য স্থানে এ ধরনের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের দমন-পীড়ন নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন পবিত্র বাবু। কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে কৃষক আন্দোলন স্তব্ধ করা থেকে বিরত না থাকলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

করলে শাসকদলের কিছু লোকজন সাংবাদিকদের সেখানে যেতে দেয়নি বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

দিল্লি প্রবেশে লাগবে নেগেটিভ কোভিড রিপোর্ট পাঁচ রাজ্যে নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্র, কেরল, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং পঞ্জাব-এই পাঁচটি রাজ্যে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে চিন্তা! তাই এই পাঁচ রাজ্যের বাসিন্দাদের দিল্লিতে আসতে হলে, নিজেদের সঙ্গে অবশ্যই আনতে হবে নেগেটিভ কোভিড টেস্ট রিপোর্ট। এমনই নির্দেশ জারি করা হয়েছে দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) থেকে শুরু হয়ে ১৫ মার্চ অবধি এই বিধিনিষেধ লাগু থাকবে, তাই এই সময়ের মধ্যে যাঁরা মহারাষ্ট্র, কেরল, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং পঞ্জাব-এই পাঁচটি রাজ্য থেকে দিল্লিতে আসবেন তাঁদের আনতে হবে নেগেটিভ কোভিড টেস্ট রিপোর্ট।

মহারাষ্ট্রের পুণে, নাগপুর, মুম্বই, অমরাবতী, থানে এবং আকোলা জেলাতে সংক্রমণ হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। একইভাবে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, ভোপাল এবং বেতুল জেলার কোভিড পরিস্থিতিরও অবনতি হয়েছে। একই ভাবে পঞ্জাব, ছত্তিশগড়, কেরলেও দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা। তাই এই পাঁচ রাজ্যের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করেছে দিল্লি সরকার। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও টিকাকরণ আরও দ্রুত করার জন্য মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, ছত্তিশগড়কে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

প্রযুক্তিগত ত্রুটি! রিয়েসিতে জরুরি অবতরণ গ্রামোন্নয়ন সচিবের চপার

জম্মু, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়েসি জেলায় জরুরি অবতরণ করল গ্রামোন্নয়ন সচিবের হেলিকপ্টার। বুধবার রিয়েসি জেলার জ্যোতিপুরমে জরুরি অবতরণ করে গ্রামোন্নয়ন সচিব শীতল নন্দার হেলিকপ্টার। গ্রামোন্নয়ন সচিব শীতল নন্দা-সহ হেলিকপ্টারে থাকা সকলেই সুরক্ষিত আছেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। বুধবার হেলিকপ্টারে চড়ে কিশত্বর অভিমুখে যাচ্ছিলেন গ্রামোন্নয়ন সচিব শীতল নন্দা। আকাশেই চপারে প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেয়। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে রিয়েসি জেলার জ্যোতিপুরমে জরুরি অবতরণ করেন পাইলট। সকলেই সুরক্ষিত আছেন। কী কারণে এই ত্রুটি তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ২০২

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শহর ছেড়ে কিছুতেই যাওয়ার নাম করছে না অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। গত কয়েকদিন ধরে কিন্ত রাজ্য জুড়ে কিছুটা নিচে ছিল করোনা গ্রাফ। এরই মাঝে বুধবার ফের বাড়লো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ২০২। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০২ জন। জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ০৫,৭৪,৩৯১। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ১০,২৫৬। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ২২১। মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ০৫, ৬০,৬৬৮। এদিন রাজ্যের সুস্থতার হার ৯৭.৬৩ শতাংশ।

গুরুত্বারোপ

● প্রথম পাতার পর

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে বলেন, রাজ্যে বাঁশের তৈরি বোতল এবং কনটেইনারকে দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে দপ্তরকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, বাঁশের তৈরি বোতল সহ অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনে গুণগতমান বজায় রাখতে শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। ‘মুখ্যমন্ত্রী আগরবাতি আত্মনির্ভর মিশন’ প্রকল্পে রাজ্যে আগরবাতি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। আগরবাতি শিল্প স্থাপনে বহির্রাজ্যের উদ্যোগীদের উৎসাহিত করতে হবে।

সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার জানান, ২০২০ সালের ১৪ আগষ্ট অনলাইন সিঙ্গেল উইণ্ডো ‘স্বাগত’ নামে পোর্টাল চালু করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত এই পোর্টালের মাধ্যমে ৫৭৮টি শিল্প সংস্থার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। তাছাড়া আরও ১৫৫টি শিল্প সংস্থার আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যে টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে ফুড সেফটি এণ্ড স্ট্যাণ্ডার্টস অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার কলকাতাস্থিত আঞ্চলিক অফিসের অধিকর্তার সাথে গত বছরের ৫-৭ নভেম্বর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে রাজ্যের ফুড টেস্টিং ল্যাবে ফুড অ্যানালিস্ট, মাইক্রো বায়োলজিস্ট এবং অন্যান্য স্টাফ নিয়োগ করা হবে। আগরতলাস্থিত রিজিওন্যাল ফুড টেস্টিং ল্যাবকে ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশান বোর্ড ফর টেস্টিং এণ্ড ক্যালিবেশান ল্যাবরেটরিজের অনুমোদন পাওয়ার কাজটি দ্রত সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্টেট টেস্টিং ল্যাব-এ নতুন মেশিন স্থাপন করা হবে। তিনি জানান, আগরবাতি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০২০ সালের ১৫ আগষ্ট ‘মুখ্যমন্ত্রী আগরবাতি আত্মনির্ভর মিশন’ নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে ন্যাশনাল ব্যাম্ব মিশনের অধীনে ৫০০টি হোমস্টেড স্ট্রিপ মেকিং ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আগরবাতি শিল্পর সাথে যুক্ত কারিগরদের টুল কিট প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ’প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম’ এবং ‘স্বাবলম্বন’ প্রকল্পে ৫০০টি হোমস্টেড রাউণ্ড স্টিক মেকিং ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ন্যাশনাল ব্যাম্ব মিশনের অধীনে ৫টি আগরবাতি ম্যানুফেকচারিং ইউনিট স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাঁশের বোতল তৈরীর সাথে যুক্ত শিল্পীদের দক্ষতা আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল ব্যাম্বো মিশন অধীন ব্যম্ব এণ্ড ক্যান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ৬২৫ জন কারিগরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ১০টি সংস্থা বাঁশের বোতল তৈরীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্যে প্যাকেজিং শিল্পকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। এই লক্ষ্যে রাজ্যের স্ব-সহায়ক দলের সদস্যদের প্যাকেজিং শিল্পের উপর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৮৩ হাজার ৭০১ হেক্টর এলাকায় রাবার চাষ হচ্ছে। মোট রাবার উৎপাদন হচ্ছে ৮৫ হাজার ৪৫৩ মেট্রিকটন। রাজ্যে গুণগত রাবার শিট তৈরীর লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরজন্য ৫০০ আধুনিক মোক হাউজ/রাবার প্রসেসিং ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বোধজংনগরে একটি আধুনিক মোক হাউজ স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুণগত রাবার শিট তৈরীর লক্ষ্যে আধুনিক মোক হাউজ ইউনিট স্থাপনের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তা দ্রত রূপায়ণের উপর দপ্তরকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ গুণগত রাবার শিট তৈরি হলে সঠিক মূল্য যেমন পাওয়া যাবে তেমনি এর চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে।

পর্যালোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্যে শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের জানুয়ারী পর্যন্ত ১৬টি ইউনিট স্থাপনের জন্য জমি/শেড বন্টন করা হয়েছে। বোধজংনগরে একটি ডায়েরী ইউনিট এবং একটি রাবার ইউনিটকে পুনরায় চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের স্বাগত পোর্টালের মাধ্যমে জমি বন্টনের জন্য ২৩টি আবেদন পত্র জমা পড়েছে। ইতিমধ্যেই ৭টি ইউনিটকে জমি বন্টন করা হয়েছে। এছাড়াও বোধজংনগর এবং আর কে নগর শিল্পা’লে সিসি টিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। তিনি জানান, জাতীয় ব্যাম্বো মিশনে বাঁশের চারা উৎপাদনের জন্য ৩৪টি নার্সারিকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বাঁশ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের দক্ষতা ব’দ্ধির লক্ষ্যে ৩১টি ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৮৯৬ জন শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ১৯টি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আই টি আই) রয়েছে। ইন্দ্রনগরের মহিলা শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে মডেল আই টি আই-এ রূপান্তর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সভায় এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম, স্বাবলম্বন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন দপ্তরের অধিকর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। সভায় হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্প দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া জানান, হস্ততাঁতের ৬১টি ক্লাস্টারে ২৪ হাজার ৯০৯ জন হস্ততাঁত শিল্পী, হস্তকারু শিল্পের ১৯টি ক্লাস্টারে ৪ হাজার ৯ জন শিল্পী এবং রেশম বয়ন শিল্পের ২১টি ক্লাস্টারে ১৫ হাজার ৫০০ বয়নশিল্পী যুক্ত রয়েছেন। দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং হেল্পারদের জন্য ২৩ হাজার ৯২টি শাড়ি এবং ১৬ হাজার ৪৬৮টি পাছড়া সরবরাহ করা হয়েছে, ১৩টি গ্রপ ওয়ার্ক শেড নির্মাণ করা হয়েছে, ১টি সিল্ক প্রসেসিং এণ্ড প্রিন্টিং ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে, ১৪২০ একর তন্তচাষ করা হয়েছে এবং ইন্দ্রনগরে একটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্থাপন করা হয়েছে। ন্যাশনাল হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে ২০০ জনকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, ৭১ জন বয়ন শিল্পীকে লোম এবং যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে। নর্থ-ইস্ট টে’টাইল প্রমোশন প্রকল্পে তন্তচারা উৎপাদনের জন্য ১৬টি কিষাণ নার্সারি তৈরী করা হয়েছে এবং রেশমগুটি পালনের জন্য ৩৮০টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীর গুণগতমান বজায় রাখার উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্য সচিব মনোজ কুমার, অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, স্কিল ডেভেলপমেন্টের অধিকর্তা ড: সন্দীপ এন মাহাত্মে এবং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

কর্মীর প্যাকেট ৫০০০ টাকা ছিল। কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় লক্ষ্য করেন তার ব্যাগে টাকা নেই। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চোরকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সে অনুযায়ী চোরকে আটক করা হয়েছে।জানা যায় আলম মিয়া লন্ডিতে কাজ করে। লন্ডি থেকে কাপড় দিতে এসে ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় রোগী নিয়ে আসা একটি গাড়ি থেকে যন্ত্রাংশ চুরি করে ওই চোর। সিসিটিভি ফুটেজে তাও ধরা পড়েছে। সে অনুযায়ী চোর আলম মিয়াকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। হাসপাতালে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী থাকলেও তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এ ধরনের কাজকর্ম অব্যাহত রয়েছে। আটক চোরের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বিলোনীয়ায়

● প্রথম পাতার পর

ভয়ে মহিলা গণেশের চাবি দিয়ে দেন।তখন ঐ তারা টাকা-পয়সার স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দেয়।দুর্বৃত্তরা চলে যাওয়ার পর মহিলা চিৎকার করেন এবং বিষয়টি পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান।ঘটনার খবর পেয়ে এলাকাবাসী ছুটে আসেন ,পুলিশও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। বিলোনিয়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

কলেজে

● প্রথম পাতার পর

এদিকে হাসপাতালে এই সংবাদ সংগ্রহে করতে গিয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার স্থানীয় প্রতিনিধি সমির দেবনাথ বাধাপ্রাপ্ত হন। জানা গেছে অম্লান রায় নামে এক যুবক সাংবাদিক সমির দেবনাথকে সংবাদ সংগ্রহের বাধার সৃষ্টি করে। ফুটেজ না নিতে হুমকি দেয়। এই ঘটনায় স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। সমির দেবনাথ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন।

ক্রীড়া

মোতেরায় বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়ামের উদ্বোধন, ক্রীড়াক্ষেত্রের ভুমিপুজো

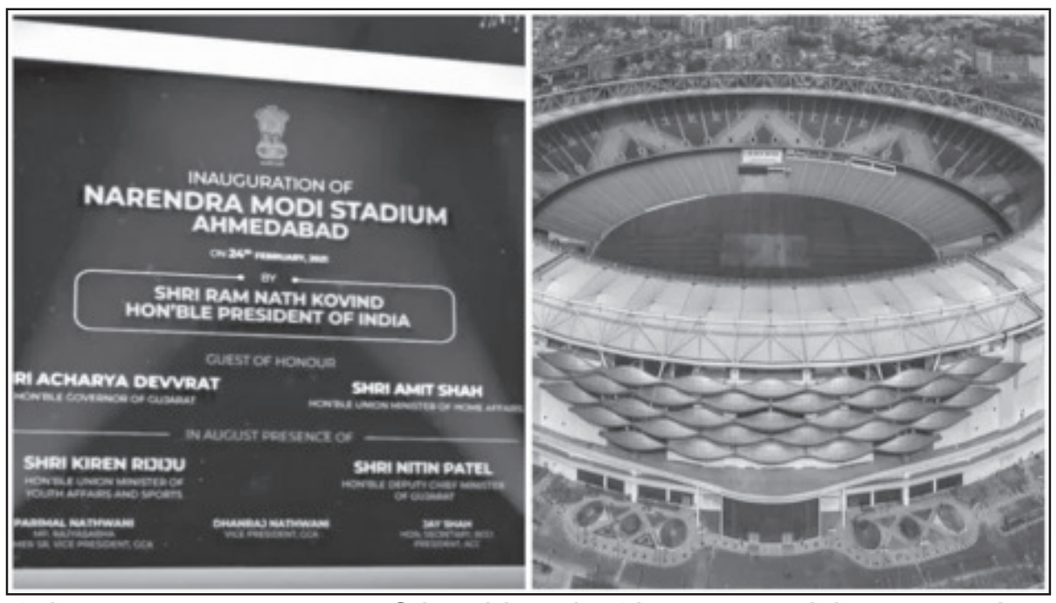

মোতেরা (গুজরাট), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের শুভ উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, গুজরাটের মোতেরার এই স্টেডিয়াম এখন থেকে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামে ১ লক্ষ ৩২ হাজার দর্শক একসঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে পারবেন। ৬৩ একর এই স্টেডিয়াম আগে মোতেরা স্টেডিয়াম হিসেবে পরিচিত ছিল। এই স্টেডিয়ামকে ঘিরে একটি ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি হবে। নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম উদ্বোধন করার প্রাক্কালে এদিনই রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং তাঁর স্ত্রী সবিতা কোবিন্দ সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভেরও ভূমিপুজো করেছেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এবং গুজরাটের উপ-মুখ্যমন্ত্রী নীতিন প্যাটেল।

১ লক্ষ ৩২ হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট মোতেরার এই স্টেডিয়াম এবার থেকে পরিচিত হবে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম নামে। বুধবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ উদ্বোধন করেন মোতেরার নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের। যদিও ক্রিকেট স্টেডিয়াম-সহ গোটা স্পোর্টস এনক্লেভের নামকরণ করা হয় সর্দার প্যাটেলের নামে। স্পোর্টস এনক্লেভের ভূমি পূজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু, বিসিসিআই সচিব জয় শাহ প্রমুখ। বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সশরীরে হাজির থাকতে না পারলেও সোস্যাল মিডিয়ায় উচ্ছাস প্রকাশ করেন বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু নিয়ে।

রাষ্ট্রপতি :
নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম উদ্বোধন করার পর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেছেন, '২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে আমি যখন অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম, তখন জানতে পারি ৯০ হাজার আসনের মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়াম বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম। ভারতের কাছে আজকের দিন অত্যন্ত গর্বের, মোতেরায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার আসনের স্টেডিয়ামটি বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়ামে উন্নীত হয়েছে।' স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ বলেন, 'গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় এই স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা করেন নরেন্দ্র মোদী। সেই সময় তিনি গুজরাট ক্রিকেট সংস্থার সভাপতিও ছিলেন।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী :
নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম উদ্বোধনের পর গান্ধীনগরের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি (নরেন্দ্র মোদী) সর্বদা বলতেন, খেলা এবং সশস্ত্র বাহিনী এই দু'টি ক্ষেত্রে গুজরাটিদের উন্নতি করতে হবে। তিনি মনে করতেন বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি গুজরাটে তৈরি করা উচিত। ১ লক্ষ ৩২ হাজার আসনের এই স্টেডিয়াম এখন থেকে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম।' স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম-সহ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভের পাশাপাশি নারানপুরেও একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে। তিনিটি জায়গাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলাধুলো আয়োজন করতে পারবে।'

ক্রীড়ামন্ত্রী :
কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেছেন, শুধুমাত্র ক্রিকেট নয়, ভারতের জন্য গর্বের মুহূর্ত। বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম হওয়ার পাশাপাশি এটি বিশ্বের অন্যতম আধুনিক স্টেডিয়াম। আহমেদাবাদ দেশের ''স্পোর্টস সিটি'' হিসাবে পরিণত হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের বৈশিষ্ট্য :
বুধবার নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তার পরেই ওই স্টেডিয়ামে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ শুরু হয়, ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট। টসে জিতে ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করতে নামে। নতুন করে তৈরি হওয়া মোতেরা স্টেডিয়াম ৬৩ একর জমির ওপর বিস্তৃত। এটা সারা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এতে ১,৩২,০০০ মানুষ একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারেন। এর পর দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেডিয়াম অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড।

এই স্টেডিয়ামে দু'টি অনুশীলনের মাঠ রয়েছে। যাতে ৯ টি পিচ রয়েছে। আর মূল স্টেডিয়ামে ১১ টি পিচ রয়েছে। যার ৬ টি লাল মাটি দিয়ে তৈরি আর ৫ টি কৃষ্ণমৃত্তিকা দিয়ে তৈরি। এটাই প্রথম স্টেডিয়াম যেখানে দুই রকম মাটির তৈরি পিচই থাকছে। ড্রেসিংরুম গুলি জিমের সঙ্গে সংযুক্ত। পাশে থাকছে ওয়ার্মআপের জায়গা। ট্রেনার, ফিজিও ও কোচদের জন্য আরও আলাদা জায়গা রয়েছে। এই স্টেডিয়ামটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স হিসেবে তৈরি হয়েছে যেখানে ফুটবল, বাস্কেটবল, হকিও খেলা হবে। প্রতিটা দর্শক যাতে কোনওরকম বাধা ছাড়া খেলার প্রতিটা অ্যাঙ্গেল দেখতে পারেন তার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। ফ্লাডলাইট, টাওয়ার, পিলার সব দৃষ্টির এলাকা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই স্টেডিয়ামে এলইডি লাইট লাগানো হয়েছে। মাঠের ড্রেনেজ সিস্টেম অত্যন্ত উন্নত। তাই বর্ষাকালে বৃষ্টি থামার আধঘণ্টার মধ্যেই খেলা শুরু করা যাবে।

ভারতের স্পোর্টস সিটিতে উন্নীত হতে প্রস্তুত আহমেদাবাদ : অমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আহমেদাবাদ ভারতের স্পোর্টস সিটিতে উন্নীত হতে প্রস্তুত।

ভবিষ্যতে খেলার কুম্ভ এখানে আয়োজিত হবে। বুধবার গুজরাটের আহমেদাবাদের মোতেরায় নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভের ভুমিপুজোর পর এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'সর্দার প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভ একটি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী প্রকল্প। ভারতের ক্রীড়া জগতের জন্য আজ একটি সোনালি দিন। আজ লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নামে একটি বিশাল স্পোর্টস এনক্লেভের ভুমিপুজো করেছেন রাষ্ট্রপতি। আহমেদাবাদে স্পোর্টস কমপ্লেক্স, এনক্লেভ এবং স্টেডিয়ামের সংমিশ্রনে মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই অলিম্পিক হোস্টিংয়ের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যাবে ভারত। স্পোর্টস এনক্লেভে বিশ্বের সমস্ত খেলার আয়োজন করা হবে। দেশ এবং বিশ্বের সমস্ত খেলোয়াড়দের জন্য প্রশিক্ষণ এবং থাকার ব্যবস্থা এখানে থাকবে। একসঙ্গে ৩,০০০ জনের খেলার ও থাকার ব্যবস্থা এখানে হবে।'

নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম-সহ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভের পাশাপাশি নারানপুরেও একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে। তিনিটি জায়গাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলাধুলো আয়োজন করতে পারবে।' অমিত শাহ বলেন, '১৯৮০ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি কাজ করছি, তিনি সর্বদা বলেন, ভারতীয় যুবসমাজকে খেলার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। এভাবে তিনি খেলো ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এবং ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট-এর সূচনা করেন। ক্রীড়া প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের একটি অংশ।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'আহমেদাবাদ ভারতের স্পোর্টস সিটিতে উন্নীত হতে প্রস্তুত।

ভবিষ্যতে খেলার কুম্ভ এখানে আয়োজিত হবে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি (নরেন্দ্র মোদী) সর্বদা বলতেন, খেলা এবং সশস্ত্র বাহিনী এই দু''টি ক্ষেত্রে গুজরাটিদের উন্নতি করতে হবে। তিনি মনে করতেন বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি গুজরাটে তৈরি করা উচিত। ১ লক্ষ ৩২ হাজার আসনের এই স্টেডিয়াম এখন থেকে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম।' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভ

আহমেদাবাদ ভারতের স্পোর্টস হাব হিসেবে উন্নীত হবে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভে অলিম্পিক স্তরের স্পোর্টস সুবিধা থাকবে। ২৩৬ একর জমির উপর তৈরি হবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভ।

অসমের মহিলা বক্সার ভাগ্যবতী কছারি বুলগেরিয়া প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ফাইনালে

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমের গর্ব বক্সার ভাগ্যবতী কছারি বুলগেরিয়ায় ৭২ তম স্ত্রানদজা মেমোরিয়াল বক্সিং টুর্নামেন্টে মহিলাদের ৭৫ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী আন্না গালিমোভাকে ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। সেই সুবাদে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছেন ভাগ্যবতী। অন্যদিকে, জ্যোতি গুলিয়ার দুর্দান্ত প্রদর্শন ভারতের বুক আরও চওড়া করে দিয়েছে। মহিলাদের ৫১ কেজি বিভাগে দুবারের বিশ্ববিজেতা কাজাখাস্তানের নাজিম ক্যজায়বায়কে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছেন। তিনি ক্যজায়বায়কে ৩-২ ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। পুরুষ বিভাগে নবীন বুরা শেষ আটে পৌঁছে গেছেন। পুরুষদের ৬৯ কেজি বিভাগে আরমেনিয়ার আর্মেন মাসাকার্যানকে নবীন ৩-২ ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। ওই প্রতিযোগিতায় ভারতের চারজন পুরুষ বক্সার খুবই অল্প ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। ফলে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেছেন তাঁরা।

টেস্ট ফাইনালে উঠতে চাই জয় বা ড্র, যত নজর সেই গোধূলিতে

নয়াদিল্লী, ২৪ ফেব্রুয়ারী।। বিরাট কোহালি এমনই একজন চরিত্র যাঁকে কঠিন প্রশ্নপত্র দিয়ে ভয় দেখানো যায় না। যে কোনও পরিবেশ, পিচ, বিপক্ষের জন্য বরাবরই তৈরি ভারতীয় অধিনায়ক। আমদাবাদের নতুন স্টেডিয়ামে আজ, বুধবার থেকে শুরু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দিনরাতের টেস্ট। বিরাট জানিয়ে দিয়েছেন, বিপক্ষ যতই কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিক, তাঁরা সামলে দিতে তৈরি ভারতীয় অধিনায়ক যদিও মানছেন, লাল বলের চেয়ে গোলাপি বল সামলানো অনেক বেশি কঠিন। পিচ যে রকমই হোক, গোলাপি বলের টেস্টে ম্যাচের বাইরে রাখা যাবে না পেসারদের। ব্যাটসম্যান হিসেবে কী কী সমস্যার মধ্যে পড়তে হতে পারে, ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে তা তুলে ধরলেন ভারতীয় অধিনায়ক। বিরাট বলেন, ''পিচ যে রকমই হোক, গোলাপি বলে ব্যাট করা অনেক বেশি কঠিন কাজ। বিশেষ করে গোধূলি ও নৈশালোকে। কোনও দল যদি নৈশালোকে ইনিংস শুরু করে, তা হলে প্রথম এক-দেড় ঘণ্টা কাটানো খুবই কঠিন কাজ।''রোহিত বলে গিয়েছেন, আমদাবাদে স্পিনাররাই বেশি সাহায্য পাবে। তবে বিরাট মনে করেন, গোলাপি বলের টেস্টে পেসারদের হাল্কা ভাবে নেওয়া যাবে না। বিরাটের ধারণা, ''গোলাপি বল যতক্ষণ নতুন থাকবে ও চকচকে ভাব ধরে রাখবে, ততক্ষণ পেসারদের ম্যাচের বাইরে রাখা যাবে না। এই বিষয়টা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, স্পিনাররাও সাহায্য পাবে।এখনও পর্যন্ত দু''টি দিনরাতের টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে বিরাটের। প্রথম টেস্টে বাংলাদেশকে চূর্ণ করে ভারত। দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৩৬ রানে অলআউট হওয়ার সেই লজ্জা এখনও তাজা সমর্থকদের মনে। দু''টি টেস্টের অভিজ্ঞতা থেকে বিরাট বলে দিচ্ছেন, ''দিনরাতের টেস্টে দুপুরের সেশনে ব্যাট করা সব চেয়ে সহজ। তখন বল বেশি নড়াচড়া করে না। তাপমাত্রাও সব চেয়ে বেশি থাকে। আলো যত কমতে থাকে, ব্যাট করাও ততই কঠিন হয়ে যায়। বিশেষ করে গোধূলির সময় ব্যাট করা খুব একটা সহজ নয়।'' যোগ করেন, ''আলো কমলে বল সহজে দেখা যায় না। আর ফ্লাডলাইটে ব্যাট করার অনুভূতি লাল বলের টেস্টের সকালের মতো। কারণ, তখনই সব চেয়ে বেশি সুইং করে বল। বলা যায়, লাল বলের ক্রিকেটের চেয়ে গোলাপি বলের ক্রিকেটের চরিত্র একেবারেই উল্টো। শেষ গোলাপি বলের টেস্টে ৩৬ রানে অলআউট হওয়ার আতঙ্ক এখন আর গ্রাস করে না বিরাট-বাহিনীকে।

পিঙ্ক বল টেস্টে টস জিতে ব্যাটিং ইংল্যান্ডের

নয়াদিল্লী, ২৪ ফেব্রুয়ারী।। মোতেরা: মোতেরায় সিরিজের তৃতীয় তথা পিঙ্ক বল টেস্টে টসভাগ্য সঙ্গ দিল না ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং''য়ের সিদ্ধান্ত নিলেন ইংরেজ অধিনায়ক জো রুট। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশে জোড়া পরিবর্তন এনে পিঙ্ক বল টেস্ট খেলতে নামছে কোহলিব্রিগেড। মহম্মদ সিরাজের পরিবর্তে দলে ফিরলেন জসপ্রীত বুমরাহ। পিঙ্ক বল টেস্ট ম্যাচের কথা ভেবেই চিপকে দ্বিতীয় টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল বুমরাহকে। এছাড়া চায়নাম্যান কুলদীপ যাদবের পরিবর্তে দলে ফিরলেন ওয়াশিংটন সুন্দর।তবে টস জিতলে তিনিও যে প্রথমে ব্যাটিং নিতেন সাফা জানালেন কোহলি। ভারত অধিনায়ক জানান, ''দেখেই মনে হচ্ছে প্রথমে ব্যাটিং করার মত উইকেট। পাশাপাশি আমার মতে পিচ থেকে সিমাররাও সুবিধে পেতে পারে।অনুশীলনের পিচ অনেক স্পোর্টিং ছিল। আমরা দারুণ উপভোগ করেছি। সবমিলিয়ে দুর্দান্ত একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য দারুণ বিষয় একইসঙ্গে বিশ্বক্রিকেটের জন্যেও।'' তবে স্টেডিয়ামের আলো নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করেন কোহলি।অন্যদিকে টস জিতে রুট জানান, ''আমরা প্রথম টেস্ট ম্যাচের মতই স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলতে চাই। পিচের চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চিত নই। তবে পিচ শুষ্ক এবং বল টার্ন করবে বলেই মনে হয়।'' দ্বিতীয় টেস্টে একাদশে চারটি পরিবর্তন এনে পিঙ্ক বল টেস্টের দল সাজিয়েছে ইংল্যান্ড। অ্যান্ডারসন, আর্চার, বেয়ারস্টো এবং ক্রলি এসেছেন যথাক্রমে বার্নস, লরেন্স, স্টোনস এবং মইনের পরিবর্তে।উল্লেখ্য, ভারত-ইংল্যান্ড পিঙ্ক বল টেস্ট ম্যাচ দিয়ে এদিন বিশ্বের সর্ববৃহতক্রিকেট স্টেডিয়াম মোতেরার আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে মোতেরার সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে নরেন্দ্র মোদীর নামে নামাঙ্কিত করা হয়। একনজরে ভারতীয় দল: রোহিত শর্মা, শুভমান গিল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), আজিঙ্কা রাহানে, ঋষভ পন্ত (উইকেটরক্ষক), ওয়াশিংটন সুন্দর, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অক্ষর প্যাটেল, জসপ্রীত বুমরাহ, ইশান্ত শর্মা।একনজরে ইংল্যান্ড একাদশ: ডম সিবলে, জনি বেয়ারস্টো, জ্যাক ক্রলি, জো রুট (অধিনায়ক), বেন স্টোকস, ওলি পোপ,বেন ফোকস (উইকেটরক্ষক), জোফ্রা আর্চার, জ্যাক লিচ, জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ট ব্রড। লাল-নীল-গেরুয়া...! ''রঙ'' ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ''খাচ্ছে''? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ''সংবাদ''! ''ব্রেকিং'' আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ''রঙ'' লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ''ফেক'' তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ''ফ্রি'' নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

আহমেদাবাদ টেস্টে নয়া রেকর্ডের হাতছানি বিরাটের সামনে, তিন পেসারে নামতে পারে ভারত

নয়াদিল্লী, ২৪ ফেব্রুয়ারী।। দলের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দিনরাতের টেস্ট কোনওভাবেই হারা চলবে না। পরবর্তী দুই ম্যাচের মধ্যে একটি অন্তত জিততে হবে। অপরটিও হারা চলবে না। দলের যখন এই অবস্থা, তখন অধিনায়ক কোহলির সামনে আবার নয়া রেকর্ডের হাতছানি। আহমেদাবাদের দিনরাতের টেস্টেই ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে ঘরের মাঠে সবচেয়ে বেশি টেস্ট জয়ের নজির গড়ে ফেলতে পারেন বিরাট। আপাতত মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে যৌথভাবে এই রেকর্ডের মালিক ভারত অধিনায়ক। দুজনেই জিতেছেন ২১টি করে ম্যাচ। আহমেদাবাদে বিরাটের কাছে সুযোগ থাকছে ধোনিকে টপকে যাওয়ার। বিশেষজ্ঞরাও এই ম্যাচের আগে এগিয়ে রাখছে ভারতকে। সিরিজে পিছিয়ে পড়ে ফিরে আসার জন্য নয়। আহমেদাবাদে শুরু হতে চলা গোলাপি যুদ্ধে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত এগিয়ে শুরু করবে অন্য কারণে। কী কারণটা? ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। বলছেন, ''ইংল্যান্ড ব্যাটিংকে চাপে ফেলতে ভারতের হাতে যা অস্ত্র আছে, তা যথেষ্ট। টেস্ট ম্যাচ জিততে গেলে আলাদা পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামতে হবে। প্রথম একাদশ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের ভাবনা সঠিক হতে হবে। এসব ঠিক হলে ইংল্যান্ড মাথা তুলতে পারবে না।''দ্বিতীয় টেস্টে জশপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। দু'টি টেস্টেই ভারতে খেলেছিল দুই পেসার নিয়ে। কিন্তু মোটেরার নতুন উইকেটে গম্ভীর চান ভারত তিন পেসারে খেলুক।

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura invites e-tender against press **NIT No 22/EEMDP-DIVN/UDP/2020-21 DATED 15.02.2021**
For
1. Maintenance of road from Geet Bharati para to Kabarstha, Bhadra para road from the house of Dipak das to Night Shelter (Near PWD Office), Quarter of Power House via Tin Mandir, Badar Shaheb Bari , Poultry road under Udaipur Municipal Council area Udaipur, Gomati District during the year 2021-22/SH: WBM-3, Tack Coat, Re-Carpeting, Seal coat, Grouting etc.
Rs. 24,11,974.07 Rs. 24,120.00 90 (ninety) days
DNIT No. 44/DNIT/EE/PWD/UDP/R/2020-21
2. Construction of Brick Masonry drain at Panchayat para (L=298.00mtr) under Udaipur Municipal Council, Gomati District during the year 2021-22/SH:- Brick Work, Plastering etc.
Rs. 24,16,763.43 Rs. 24,168.00 90 (ninety) days
DNIT No. 45/DNIT/EE/PWD/UDP/R/2020-21
3. Construction of Brick Masonry Drain at Panchayat Para (L=190.00mtr) and maintenance of Road from the house of Raja Sen to Rajarbag Motor stand during the year 2021-22 under Udaipur Municipal Council , Udaipur Gomati District/SH:- WBM-3, Carpeting, Seal coat, Brick Work etc.
Rs. 24,07,228.83 Rs. 24,072.00 90 (ninety) days
DNIT No. 46/ DNIT/EE/PWD/UDP/R/2020-21
4. Maintenance of road around Jagannath Dighi alongwith Madhyapara road , Master Para road and other different roads under Udaipur Municipal Council during the year 2021-22/SH:- Carpeting, Seal coat , Brick soling, Tack coat, Grouting etc.
Rs. 24120,033.54 Rs. 24,200.00 90 (ninety) days
DNIT No. 47/DNITME/PWD/UDP/R/2020-21
Last Date & Time for Document Downloading & bidding 09.03.2021 upto 15.00Hrs.
The Time & Date of opening of bids 10.03.2021 at 11.00 Hrs. if possible.
For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**
Note: *NO NEGOTIATION Wilk BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
(Er. S.K. Datta)
Executive Engineer,
PWD(R&B) Udaipur Division,
Udaipur Gomati Tripura.
ICA-C-3303/21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (Abridged)
No.F.1 (3-22) ICDS/SWE/2015/5199 Dt.19/02/2021
Tender II): 2021.SWSED.16765 1
The Department of Social Welfare and Social Education, Government of Tripura invites online tenders through e-Procurement Portal of Government of Tripura from bonafide, reputed Manufacturer/Authorized Distributor/Dealer/ Registered Firm/Supplier for supply of 9911 (Nine Thousand Nine Hundred Eleven) Medicine Kits under Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme for use in Anganwadi Centres in the State of Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from the website: https://tripuratenders.gov.in from 21.02.2021 at 10.00 am. A Tender Fee for an amount of Rs.2000/- and EMD of Rs.300000/- is kept for submission of the tender proposals. The last date for submission of the online bid is 22.03.21 by 5.00 pm. Only online bids shall be accepted. All future addendum/ corrigendum pertaining to this tender, if issued, shall be made available only in the haps://tripuratenders.gov.in portal.
Director
Social Welfare and Social Education
Govt. of Tripura
ICA-C-3296/21

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER
A Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) has been floated by the Medical Superintendent, A.G.M.C. & G.B.P. Hospital, Agartala vide no. F.3 (198)- Med/AC/2013-14, dated 20th February, 2021, inviting rates from authorized firms for e-filling of TDS (GST & Income Tax). Last date for submission of quotations is 20-03-2021. Details of the SNIQ can be seen on the AGMC website (https://www.agme.nic.in). The SNIQ has also been displayed on the Notice Board of the office of the Medical Superintendent and the Principal, A.G.M.C. & G.B.P. Hospital, Agartala.
Medical Superintendent
A.G.M.C. & G.B.P. Hospital,
Agartala.
ICA-C-3309/21

Claimant Notice
WHEREAS,it has been reported by Sri Biswajit Roy, Fr, I/C, FPU, Kakulia under Kakulia Range on 02.02.2021 vide his No.F.04/Seizure/FPU/Kakulia/2020-2021/310-312 dated 04.02.2021 forwarded by RO, Kakulia that Sri Biswajit Roy, Fr, I/C, FPU, Kakulia intercepted i(one) nos. vehicle bearing registration No.TR03B-1748(Bolero DI) Engine No- Illegible, Chassis No. Illegible on 02.012021 at about 8.10 PM, at Colony bazar area under Muhuripur Beat Loaded with 95(ninety five) nos Hand Sawn timber, volume 0.871 cum without any valid document.
AND WHEREAS, Sri Biswajit Roy, Fr I/C FPU, Kakulia under Kakulia Range seized the said vehicle (Bolero DI) bearing registration No. TR03B-1748 (Bolero DI) Engine No- Illegible, Chassis No. Illegible, and brought Into the safe custody of Bagafa Depot.
AND THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon by the Notification N0. F.7(310)/For/FP/2016/25701-747 dated 15.11.2016 of the Forest Department, Govt. of Tripura as Authorized Officer for the purpose of the Sub-Section 2 of Section 52(A) of Indian Forest Act, (Tripura 2" Amendment) Act, 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle b.earing Registration No. TR03B-1748 (Bolero DI) Engine No-Illegible, Chassis No. Illegible, for its use in commission of Forest Offence u/s 41&42 of IFA, 1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.
NOW THEREFORE, it is brought to the notice of the legal owner of the said (Bolero DI) bearing registration NO. TR03B-1748 (Bolero DI) Engine No- Illegible, Chassis No. Illegible, to prefer his /her claim over the said vehicle in writing to the Authorized Officer (Sub- Divisional Forest Officer, Bagafa Forest Sub- Division), within 30(thirty) days from the date of issue of this notice or through his/her legally authorized person submitting all the relevant valid documents in original in support to his /her claim. Till such time said (Bolero DI) TR03B-1748(Bolero DI) Engine No-Illegible, Chassis No. Illegible, will remain urkier the and brought into the safe custody of Bagafa Depot. If the authorized owner of the said vehicle (Bolero DI) bearing Registration No. TR03B-1748 (Bolero DI) Engine No-Illegible, Chassis No. Illegible, fails to prefer his/her claim within the stipulated date on any working days, the decision regarding confiscation of the same will be taken ex-parte.
(J. Bhattacharjee)
Authorized Officer
Sub- Divisional Forest Officer
Bagafa: South Tripura
ICA-D-1545/21

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনকারীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার বিক্ষোভ আন্দোলন আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

সংক্রমণের হার বৃদ্ধিতে কিছুটা উদ্বেগ, সুস্থতা টানা বাড়ছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সংক্রমণের হার বৃদ্ধিতে ফের উদ্বেগ বাড়ল ভারতে। দেশে আবারও বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যাও ১০০-র ঊর্ধে পৌঁছে গেল। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৩ হাজার ৭৪২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১০৪ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪,০৩৭ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৭,২৬,৭০২ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৩,৭৪২ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ৩০ হাজার ১৭৬-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,০৩৭ জন। ১০৪ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৬,৫৬৭ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৭,২৬,৭০২ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯০৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৩৯৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১ কোটি ২১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৯৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪ লক্ষ ২০ হাজার ০৪৬ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

খেলা হবে, আমি থাকব গোলরক্ষক একটাও গোল করতে পারবেন না ঃ মমতা

সাহাগঞ্জ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, খেলা হবে। এবারও খেলা হবে। আমি থাকব গোলরক্ষক। একটাও গোল করতে পারবেন না। বুধবার ডানলপে সাহাগঞ্জের জনসভায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, "খেলা তো হবেই। আর একবার বাংলায় এই খেলায় তাঁদের হারিয়ে দিতে পারলে দেশ থেকে বিদায় নেবে বিজেপি। ওরা একবার ক্ষমতায় এলে এলাকা দখল করবে, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ দখল করবে।" এখানে বলতে এলে মাইকের সামনে ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস থাকে। সেটা দেখে দেখে দু'-একটা বাংলা বলেন। এই দু'-এক লাইন বাংলা বলে রাজ্যের মানুষের মন জয় করা যাবে না।"

কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকা দলকে বিঁধতে গিয়ে এদিন নিজের দলের শক্তির কথাও উল্লেখ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সাংসদ, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থার নানা পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, "কতজনকে গ্রেফতার করে দেখব। তাঁরা জেল ফুটো করে, দেশ ফুটো করে বেরিয়ে আসবে। তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ লক্ষ কর্মী রয়েছে। আমাকে যদি আদি সপ্তগ্রামে গাছ করে পোঁতেন, তাহলে আমি দিল্লিতে গিয়ে উঠব।"

এরপর তিনি আরও বলেন, "নরেন্দ্র মোদীজি ও আপনার দানব বন্ধু — আপনারা বড্ড বেশি কথা বলছেন। দুটো মাস সহ্য করতে হবে। তার পর দেখব ফ্যাসিবাদ কোথায় থাকে?" সভায় তিনি প্রশ্ন করেন, নোটবন্দির টাকা কোথায় গেল, নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। বিএসএনএল বিক্রি হচ্ছে কেন, নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও, কোল ইন্ডিয়া বিক্রি হচ্ছে কেন জবাব দাও।'

এখন থেকে অধিক সুরক্ষিত হবে রেলযাত্রা, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল সংস্থাপন করল এইচএবিডিএস

গুয়াহাটি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এখন আরও বেশি সুরক্ষিত হবে রেলযাত্রা। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সংস্থাপন করেছে হট এক্সেল বক্স ডিটেকশন সিস্টেম (এইচএবিডিএস)। ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে সুরক্ষা অধিক উন্নত করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সম্প্রতি গুয়াহাটি কোচিং ডিপোতে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের গতিপথের আপ এবং ডাউন, উভয় দিকে হট এক্সেল বক্সের ত্রুটি ধরার ক্ষেত্রে বিফলতা কম করার জন্য চারটি অটোমেটিক হট এক্সেল বক্স ডিটেকশন সিস্টেম সংস্থাপন করেছে।

উল্লেখ্য, ট্রেনের কোচ এবং ট্রেন চলাচলের সময় অবিরতভাবে চলতে থাকার জন্য বিয়ারিঙে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির জন্য হট এক্সেল বক্সের তাপমান বৃদ্ধি হয়। যদি সেই তাপমান ধরা না যায়, তা-হলে বিয়ারিঙের তাপমান ক্রমান্বয়ে বেড়ে জ্বলতে থাকে। যার দরুন ট্রেন লাইনচ্যুত অথবা তীব্র গতিবেগে চলাচলকারী ট্রেনের বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়ার আশঙ্কা থাকে। সাম্প্রতিককালে সমগ্র দেশে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে হট এক্সেল বক্স রেলকর্মীরা নিরীক্ষণ করেন। এবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের আপ এবং ডাউন রেলপথে রেল কর্মীদের দ্বারা নিরীক্ষণ না করে হট এক্সেল বক্সের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিরীক্ষণ করা হবে বলে এক বিবৃতি যোগে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

অটোমেটিক হট এক্সেল বক্সগুলিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা উপলব্ধ আছে। এইচএবিডি পদ্ধতিতে রোলিং স্টকের যেমন কোচ, ওয়াগন, ট্রেনের ইঞ্জিন সহ সমস্ত অংশের তাপমাত্রা মাপতে পারবে। যদি নির্ধারিত পরিমাপ থেকে অধিক তাপমাত্রা দেখা যায় তা-হলে এইচএবিডি এসএমএস, ই-মেল এবং অ্যানড্রয়েড অ্যাপস যোগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক বার্তা প্রেরণ করবে।

যার জন্য অত্যাধুনিক এইচএবিডি প্রস্তুত করা হয়েছে। যেহেতু গুয়াহাটি রেল স্টেশনের উভয় দিকে এই সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, তাই সমস্ত এক্সেল বক্স তাপমাত্রা মেপে বের করবে। এক্সেল বক্সের তাপমাত্রা যদি কোনও ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, তা-হলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তব্যরত সংশ্লিষ্ট বরিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারকে অবগত করা হবে। হট এক্সেল বক্স আগে থেকে পরীক্ষণের জন্য স্টেশনে মজুত ট্রেনের সময়ও হ্রাস করবে। এই পদ্ধতিতে প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার গতিবেগ পর্যন্ত চলাচলকারী রোলিংস্টকের তাপমাত্রা মাপতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে বিভিন্ন শ্রেণির রোলিং স্টক পৃথকভাবে চিহ্নিত করতেও সক্ষম হবে।

বিহারে মদ মাফিয়াদের গুলিতে নিহত এক পুলিশ

পাটনা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিহারের সীতামারি জেলায় মদ মাফিয়াদের গুলিতে প্রাণ হারালো এক পুলিশ অফিসার। বুধবার দুপুর ১২.১৫ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এসপির সঙ্গে থাকা এক হাবুলদার।

সূত্রের খবর, পুলিশের একটি বিশেষ দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাজারগঞ্জ এলাকায় মজুত করে রাখা মদের পেটি খুঁজতে অভিযানে যান। কোওয়ারি গ্রামে নিষিদ্ধ সত্ত্বেও মদের ব্যবসা রমরমিয়ে চালাচ্ছিল ওই মদ মাফিয়ারা। পুলিশের অভিযানে গলাগুলি চলতে থাকে। পাল্টা আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালান পুলিশের আধিকারিকরা। আর সেই সময় মদ মাফিয়াদের গুলিতে প্রাণ হারান বছর ৪৫-এর দীনেশ রাম। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে রঞ্জন সিং নামের এক মদ মাফিয়ার। হাবুলদার লালবাবু পাসওয়ানের হাতে গুলি লাগায় গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রত্যেক মদ মাফিয়া স্থানীয় এলাকার। বিহারে মদ নিষিদ্ধ হলেও ওই এলাকায় লুকিয়ে কারবার চালাচ্ছিল পলাতক মদ মাফিয়ারা।

মোদীকে মমতার চিঠি, বরাদ্দ টিকার সদ্ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন বিজেপি-র

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ভোটের আগে রাজ্যের সবাইকে বিনামূল্যে টিকা দিতে চায় তৃণমূল সরকার। তাই এবার সরাসরি উৎপাদক সংস্থা থেকে টিকা কিনতে চায় রাজ্য। এই আবেদন জানিয়ে বুধবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর প্রেক্ষিতে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য প্রশ্ন তুলেছেন।

রাজ্যে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ভোটকর্মীদের করোনা ভ্যাকসিন নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই নির্দেশ মিনে টিকাকরণ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যে। কিন্তু ভোট দিতে যাওয়া ভোটদাতাদের কী হবে? টিকা না দিয়ে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে পাঠানো উচিৎ হবে না। ভোটের আগে সকলকে বিনামূল্যে টিকা দিতে চায় রাজ্য। তাই উৎপাদক সংস্থার কাছ থেকে সরাসরি টিকা কিনতে চায় রাজ্য সরকার।

অমিত মালব্য লিখেছেন, "পিসি প্রধানমন্ত্রীকে আরও টিকা পাঠানোর আবেদন করেছেন। কিন্তু যা পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে, তার সদ্ব্যবহার হয়েছে কি? ২২ লক্ষ ৫১ হাজার ৮০০ কোভিশিল্ড এবং ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৬০ কোভ্যাক্সিনের মধ্যে ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ২৯০ কোভিশিল্ড এবং ৬৩ হাজার ৩৮০ অর্থাৎ ৩৬.৭ শতাংশ এবং ১২.৭ শতাংশ কাজে লেগেছে।" অমিত মালব্য লিখেছেন, "আরও ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার কোভিশিল্ড এবং ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৪০ কোভ্যাক্সিন এ রাজ্যে আসছে। লজ্জাকর রাজনীতি।"

সরকারের ব্যবসা জগতে থাকার কোনও মনোবাঞ্ছা নেই ঃ নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : চারটি কৌশলগত খাত ছাড়া অন্য সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রকে বেসরকারীকরণে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রীয় প্রশাসন। বুধবার, বিনিয়োগ ও জন সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ আয়োজিত বেসরকারীকরণ বিষয়ক এক ওয়েবিনারে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন তিনি বলেন, তাঁর সরকারের ব্যবসা জগতে থাকার কোনও মনোবাঞ্ছা নেই। পাশাপাশি তিনি এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রশংসা করে জানান, এই বাজেট ভারতকে একটি উচ্চ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট রোডম্যাপ করে দিয়েছে।

এদিনের ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উদ্যোগ ও ব্যবসায় সহায়তা করা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য। তবে সরকারের হাতে কোনও ব্যবসার মালিকানা থাকা এবং উদ্যোগ পরিচালনা করা মোটেই জরুরি নয়। তিনি আরও বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হ'ল সরকারি উদ্যোগগুলিকে আর্থিকভাবে উন্নীত করা অথবা সেগুলির আধুনিকীকরণ করা। আর এই ক্ষেত্রে তাঁদের মন্ত্র হল "ব্যবসাক্ষেত্রে থাকার কোনও লক্ষ্য নেই"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে সরকারি শিল্পক্ষেত্রগুলি আর্থিক সহায়তা দরকার,

সেগুলি দেশের অর্থনীতির উপর অনাবশ্যক চাপ সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র উত্তরাধিকার বলেই এই সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলি সরকারে পরিচালনা করে যাওয়া উচিত নয়, বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আরও জানান, এই পিএসইউগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিই লোকসানে চলছে। সেগুলি করদাতাদের অর্থ-সহায়তা ছাড়া চালানো যায় না। এছাড়া সরকারের অনেক স্বল্পব্যবহৃত ও অব্যবহৃত সম্পদ রয়েছে। এইরকম ১০০টি সম্পদের অর্থায়ন করা হবে, অর্থাৎ বিক্রি করে দেওয়া হবে। এইভাবে সরকারি কোষাগারে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা জমা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

বিরাট সাফল্য বাহিনীর, অনন্তনাগে এনকাউন্টারে নিকেশ দু'জন জঙ্গি

শ্রীনগর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বিরাট সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু'জন সন্ত্রাসবাদী। দুই সন্ত্রাসবাদীই জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার শ্রীগুফওয়ারার শালগুল জঙ্গলের ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় অনন্তনাগ জেলার শ্রীগুফওয়ারার শালগুল জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন জঙ্গি। সেই মতো বুধবার ওই জঙ্গলে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ।

প্রথমে জানা যায়, দুই থেকে তিনজন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। যৌথ বাহিনী প্রত্যাঘাতে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াইয়ের পর নিকেশ হয়েছে দু'জন জঙ্গি। প্রথমে অবশ্য জানা গিয়েছিল, মোট ৪ জন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। পরে কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, শ্রীগুফওয়ারার শালগুল জঙ্গলে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু'জন জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি।

রাষ্ট্রপতি শাসনের পথে পুদুচেরি অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

পুদুচেরি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে চলেছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি নিয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সুপারিশের পর তাতে সম্মতিও দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশনের ভোট ঘোষণার আগেই সম্প্রতি ক্ষমতাসীন কংগ্রেস-ডিএমকে জোট সরকার থেকে একের পর এক বিধায়ক ইস্তফা দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার আস্থা ভোট হয় পুদুচেরি বিধানসভায়। কিন্তু তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ব্যর্থ হন ভি নারায়ণস্বামী। এরপরই আস্থা ভোটে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর কথা ঘোষণা করেন ভি নারায়ণস্বামী।পাশাপাশি অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভা মুলতবিও করে দেন।

৩৯ তম আগরতলা বইমেলা - ২০২১
ফিল থাম চি চুক আগরতলা বিজাপ বানিক - ২০২১
২৬ ফেব্রুয়ারি - ১১ মার্চ, ২০২১
হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ▮ বিকাল ৪ টা
প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক
শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা
সম্মানিত অতিথি
শ্রী এন. সি. দেববর্মা, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
শ্রী রতন লাল নাথ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন, মাননীয় উপাধ্যক্ষ, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রী রামপ্রসাদ পাল, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রীমতি মিমি মজুমদার, মাননীয়া বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
মহঃ জুবায়েদ হুসেন, সহকারি কমিশনার, বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশন,আগরতলা
শ্রী অভিষেক চন্দ্রা, বিশেষ সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
সভাপতি
শ্রী যীষ্ণু দেববর্মা, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা
সবার সাদর আমন্ত্রণ
অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
* বইমেলায় কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার অনুরোধ জানানো হচ্ছে
ICA/D-1549/2020-21

২৬ মার্চ থেকে শুরু উত্তরবঙ্গ-ঢাকা যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রেলপথে জুড়ছে নিউ জলপাইগুড়ি-ঢাকা। ২৬ মার্চ থেকেই দুই দেশের মধ্যে শুরু হবে যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা।

গত ডিসেম্বর মাসে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারচুয়াল উপস্থিতিতে এই রেলপথ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও ট্রেন এখনও চলেনি। বুধবার রেলকর্তারা যাত্রীবাহী ট্রেন চালনা নিয়ে আলোচনা করেন। এর আগে, সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন, এই রেলপথ দিয়েই উত্তরবঙ্গের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের মেলবন্ধন ঘটবে। মঙ্গলবার ভারত ও বাংলাদেশের রেলকর্তাদের মধ্যে বৈঠক শুরু হয়।

সূত্রের খবর, এই রেলপথ খুব শিগগির চালু করার বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়। নিউ জলপাইগুড়ির রেলওয়ে ইলেকট্রিক অফিসের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশের পাকসি ডিভিশনের ডিআরএম এস ইসলাম, কাটিহারের ডিআরএম আর কে বর্মা ও শিয়ালদহের ডিআরএম এসপি সিং-সহ দুই দেশের একাধিক রেলকর্তাদের বৈঠক হয়। পণ্যবাহী ট্রেনের যাতায়াতের বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্তে আসার একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। মঙ্গলবার বৈঠক শেষে রেল কর্তারা জানিয়েছেন, আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে হলদিবাড়ি থেকে বাংলাদেশের চিলাহাটি পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হবে। প্রথমে পণ্যবাহী পরে যাত্রীবাহী ট্রেন চলবে।

১৯৬৫ সালের আগে হলদিবাড়ি থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত ট্রেন চললেও ভারত-পাক যুদ্ধের পর সেই রুট বন্ধ হয়ে যায়। লাইন তুলে ফেলা হয়। ২০১১ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই দেশের সংযোগকারী লাইন ফের চালু করার উদ্যোগ নেন। ২০১৮ সালে হলদিবাড়ির বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত নয় কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইন তৈরি করে বাংলাদেশ সরকার। খরচ হয় ৮০ কোটি টাকারও বেশি। হলদিবাড়ি থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন তৈরি করে ভারত সরকার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।